



পুড়ছে বন
আবার আগুনের
গ্রাসে গোয়ার
বনাঞ্চল। দক্ষিণ
গোয়ার কোরপা
দোনগোরের পাহাড়ি
এলাকার জঙ্গলে এই
আগুন লাগে
পৃষ্ঠা ৫



কলকাতা সংস্করণ

**ছাত্র
বিক্ষোভ**
বাংলাদেশে
ডিজিটাল
নিরাপত্তা আইন
বাতিলের দাবিতে
বাম ছাত্র
সংগঠনের বিক্ষোভ
পৃষ্ঠা ৭



৫৬ বর্ষ □ ১৮২ সংখ্যা □ ১১ এপ্রিল, ২০২৩ □ ২৭ চৈত্র ১৪২৯ □ মঙ্গলবার

৩.০০ টাকা

Morning Daily • KALANTAR • Year 56 • Issue 182 • 11 April, 2023 • Tuesday • Total Pages 8 • 3.00 Per Day • Printed and Published from 30/6 Jhowtala Road, Kolkata-700017

রাজ্যে প্রতিবাদের ঢেউয়ে বামপন্থীদের পালে হাওয়া



বামপন্থীদের ডাকে জেলায় জেলায় চলছে বিক্ষোভ ও সমাবেশ : সোমবার (বাঁদিকে) নিম্নোক্তভাবে পূর্ব মেদিনীপুর জেলা বামফ্রন্টের বিশাল সমাবেশে বক্তব্য রাখছেন সিপিআই রাজ্য সম্পাদক স্বপন ব্যানার্জি।
(ডানদিকে) হাওড়ায় বামফ্রন্টের শান্তি মিছিল আটকানোর ব্যর্থ প্রচেষ্টায় পুলিশ।

বামপন্থীদের জনশ্রোতে ভীত সরকারের পুলিশ

হাওড়ায় সম্প্রীতি মিছিল আটকাতে ব্যর্থ

নিজস্ব সংবাদদাতা : বামপন্থীদের সম্প্রীতির আহ্বানে মিছিলে মানুষের জনশ্রোত বাড়তে থাকায় ভীত রাজ্য সরকার ও প্রশাসন। তাই হাওড়ায় মিছিল আটকাতে পুলিশ মিছিলকারীদের উপর লাঠিচার্জ করল। পুলিশের বাধা অতিক্রম করে মিছিল এগোতে থাকলে পুলিশের সাথে মিছিলকারীদের ধ্বংসাত্মক মিছিলকারীদের অনেকেই আহত হন। সোমবার বামপন্থী দলসমূহের আহ্বানে শান্তি ও সম্প্রীতির মহা মিছিলের দ্বিতীয় দিনে বালিখাল থেকে বিকাল চারটায় শুরু হওয়া মিছিলের সূচনা করেন বামফ্রন্টের চেয়ারম্যান বিমান বসু, বালিখালে সংক্ষিপ্ত সভা থেকে শ্রীবসু সম্প্রীতির আহ্বান জানান। তিনি আরো বলেন শান্ত পশ্চিমবঙ্গের মাটিকে অশান্ত করে ক্ষমতায় থাকার লক্ষ্যে দাঙ্গা বাঁধানোই দুই দল তৃণমূল ও বিজেপি-র লক্ষ্য। এই অবস্থা থেকে বার করে আনতে বামপন্থীদের রাস্তায় থাকতেই হবে, সিপিআই হাওড়া জেলা সম্পাদক বিদ্যুৎ গাঙ্গুলি সহ, জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য দিলীপ গাঙ্গুলি, চন্দ্রশেখর বা,

রাজীব মুখার্জি এই মিছিলে অংশগ্রহণ করেন। মিছিল শুরু হওয়ার সাথে সিপিআইএম রাজ্য সম্পাদক মহঃ সেলিম ছাড়াও শ্রীদীপ ভট্টাচার্য, হাওড়া জেলা বামফ্রন্টের আহ্বায়ক দিলীপ ঘোষ, আরসিপিআই-এর বিশ্বনাথ সরকার, ফরোয়ার্ড ব্লকের জগন্নাথ ভট্টাচার্য প্রমুখের নেতৃত্বে এই শান্তি মিছিল সালকিয়া চৌরাস্তায় পৌঁছলে

বিরাট পুলিশ বাহিনী মিছিলকে আগে এগোতে বাধা দেয়, কিন্তু শান্তি মিছিলের সৈনিকরা ব্রোগানে মুখরিত হয়ে ব্যারিকেড ভেঙে এগিয়ে যেতে থাকে গম্ভ্য ব্রীজ এ্যান্ড রুফের দিকে। পুলিশ ব্যাপক লাঠিচার্জ করে, তার মধ্যেই মিছিলকারীরা পৌঁছে যান ব্রিজ এ্যান্ড রুফের সামনে অস্থায়ী মঞ্চ, নির্ধারিত সূচি মেনেই শুরু হয় সভা। বক্তব্য রাখেন সিপিআই

হাওড়া জেলা সম্পাদক বিদ্যুৎ গাঙ্গুলি, সিপিআইএম রাজ্য সম্পাদক মহঃ সেলিম, আরসিপিআই-এর মিহির বায়েন, সিপিআইএমএল লিবারেশনের জয়ন্ত দেশমুখ প্রমুখ।

রামনবমীকে কেন্দ্র করে হাওড়ার কাজীপাড়া ও পরবর্তীতে হুগলিতে অস্ত্র নিয়ে মিছিল আটকাতে ও পরবর্তীতে অশান্তি দেখা দিলে যে পুলিশি তৎপরতার

প্রয়োজন ছিল তা ছিল নগন্য অথচ বামদের শান্তি মিছিলের প্রতি সেই পুলিশের বৈমাত্রের সুলভ আচরণ সন্দেহের সৃষ্টি করে। জি টি রোড জুড়ে যানবাহনকে বিশৃঙ্খল ভাবে দাঁড় করিয়ে পুলিশের এই আচরণে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতি দায়বদ্ধতার প্রকাশ এই রাজ্য সরকারের। এই সভা থেকে প্রত্যেক বক্তা আহ্বান জানান, পশ্চিম বঙ্গ দাঙ্গা বাধিয়ে দুই দল তৃণমূল ও বিজেপি পার পাবে না, সাধারণ মানুষকে সাথে নিয়ে বামপন্থীরা কথ্যে দেবে এই চক্রান্ত।

সালকিয়া চৌরাস্তায় অবস্থানে বসে যায় মিছিলের এক অংশ, সেখানে সভা করেন বামফ্রন্টের চেয়ারম্যান বিমান বসু, সাধারণ মানুষের অসুবিধা ও দুর্ভোগের সৃষ্টির জন্য পুলিশকে দাবী করে বিমান বসু বলেন, পুলিশের এ আরও নিশ্চিত নবায়ন নির্দেশেই। বিমান বসু এরপর ব্রীজ এ্যান্ড রুফের মূল মঞ্চেও বক্তব্য রাখেন।

বিমান বসু এদিন বলেন যে পুলিশ দাঙ্গাকারীদের আটকাতে পারেনা। দাঙ্গার বিরুদ্ধে সম্প্রীতির মিছিল তারা আটকায়। শান্তি মিছিলের গাড়িও আটকে দেওয়া হয়েছিল।

পূর্ব মেদিনীপুরের বিশাল জনসমাবেশে নেতৃবৃন্দ

কেন্দ্র ও রাজ্যে লুণ্ঠের রাজত্ব ঠেকাতে পারে বামপন্থীরাই

সূত্রত সরকার, নিম্নোক্ত, পূর্ব মেদিনীপুর : মানুষ জাগছে, জীবনের অভিজ্ঞতা দিয়ে বুঝছে, কেউ আর তাকে ঠেকাতে পারবেনা। দুর্নীতি মুক্ত জনগণের পঞ্চায়েত গড়বে লাল ঝাণ্ডাই। গত ৮-১০ বছর কেন্দ্রে মোদিকে দেখেছে, আর ১১-১২ বছর রাজ্যে দিলিকে দেখেছে। এই দুটি সরকারই দুর্নীতিতে নিমজ্জিত। কেন্দ্রীয় সরকার কর্পোরেশনের কাছে দেশ বিক্রি করে দিতে চায়, রাজ্য চোরদের সরকারে পরিণত হয়েছে। মানুষ বিকল্প চাইছে, এই শক্তিকে সংগঠিত করতে হবে। লাল ঝাণ্ডার জন্ম গরিবদের জন্য। প্রতিটি সমস্যাতে লাল ঝাণ্ডাই নেতৃত্ব দেয়।

আগামী দিন তাই বামপন্থীদের। সোমবার শান্তিপূর্ণ পঞ্চায়েত নির্বাচন, অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি হ্রাস, কর্মসংস্থান বৃদ্ধি, গণতান্ত্রিক পরিবেশ ফিরিয়ে আনা, সমস্ত রকম দুর্নীতি রোধ করা, ধর্মীয় বিভাজন বন্ধ করা, দেশ বিক্রির প্রক্রিয়া রোধ করা, একশ দিনের কাজ, আবাস যোজনার দুর্নীতি বন্ধ করা, শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যাপক দুর্নীতি ও লুণ্ঠের প্রতিবাদে পূর্ব মেদিনীপুর জেলা শাসক এবং পুলিশ সুপারিনটেনডেন্টের কাছে জেলা বামফ্রন্ট গণ ডেপুটেশন প্রদান করে। এই ডেপুটেশন উপলক্ষে ২ পৃষ্ঠায় দেখুন

দেউচা পাচামির রাজভবন চলো

সিরাজুল ইসলাম, মহাম্মদ বাজার : বীরভূমের দেউচা পাচামি প্রস্তাবিত কয়লা খনির বিরুদ্ধে আন্দোলন চালিয়ে আসছে বীরভূম আদিবাসী অধিকার মহাসভা। কয়লা খনি প্রকল্প বাতিল, অনৈতিক জমি অধিগ্রহণের বিরুদ্ধে প্রশাসনের দারহু হওয়ার পর এবার পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যপালকে স্মারকলিপি দিতে চলেছে আদিবাসী অধিকার মহাসভা। ১০ এপ্রিল বীরভূমের মহাম্মদ বাজারের মধুরাপাহারি গ্রাম থেকে রাজভবন চলো যাত্রা শুরু হয়েছে।

১৪ এপ্রিল বীরভূম থেকে কলকাতার রাজ্যবাজার মোড় থেকে সংগঠনের মিছিল শুরু হবে। এরপর রেড রোড ধরে রাজভবনে আসবে।

শহিদ মিনার থেকে আন্দোলন ওঠাতে হাইকোর্টে সেনা

ধর্মীয় যন্তুরমন্তুর কাঁপাচ্ছেন ডিএ আন্দোলনকারীরা

স্টাফ রিপোর্টার : বকেয়া ডিএ-র দাবিতে এবার দিল্লির দরবারে রাজ্যের সরকারি কর্মচারীদের একাংশ। সোমবার শুরু হওয়া ধর্ম আজ মঙ্গলবারও চলছে দিল্লির যন্তুর মন্তুরে। রাজ্যের বিরুদ্ধে সুর চড়িয়ে এবার দিল্লির বুকে ডিএ আন্দোলনের বাঁঝ তুঙ্গে তুলতে মরিয়া যৌথ মঞ্চ। রাষ্ট্রপতি, উপ-রাষ্ট্রপতির পাশাপাশি কেন্দ্রীয় অর্থ ও শিক্ষামন্ত্রীকেও স্মারকলিপি জমা দেবেন আন্দোলনকারীরা। অন্যদিকে কলকাতায় হঠাৎ করে সেনাবাহিনীর তৎপরতা লক্ষ করা গেলে। শহিদ মিনারের ডিএ ধর্ম তুলতে তারা আদালতের দ্বারস্থ হয়েছে। তাদের দেওয়া অনুমতির সময় পার হয়ে গেছে, এটাই সেনার যুক্তি। ময়দান বা শহিদ মিনার প্রাঙ্গণে কত সংগঠন সভা করে, ধর্মীয় বসে, সেনা অনুমতি দেয়। ডিএ আন্দোলনকারীদের সময় দেওয়াই যায়। তার বদলে উৎখাত করার সেন্সার মধ্যে কোনও কোনও মহল রাজ্য এবং সেনার যোগসাজস খুঁজে পাচ্ছে।

রাজ্যের ৩ শতাংশ ডিএ বাড়ানোর সিদ্ধান্তকে আমলই দেন না তাঁরা। বকেয়া ডিএ-র দাবিতে তাই টানা আন্দোলনে যৌথ সংগ্রামী মঞ্চ। কলকাতায় শহিদ মিনার চত্বরে টানা আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন রাজ্যের সরকারি কর্মচারীদের একাংশ। এরই পাশাপাশি নির্ধারিত সূচি মেনে সোমবার দিল্লিতেও পৌঁছে গিয়েছেন প্রায় পাঁচশো

আন্দোলনকারী। দিল্লির যন্তুর মন্তুরে আজও চলছে ডিএ-র দাবিতে আন্দোলন।

৭৪ দিনে পড়েছে বাংলার সরকারি কর্মচারীদের ডিএ আন্দোলন। এর আগে কলকাতার রেড রোডে ধর্ম মঞ্চ থেকে ডিএ আন্দোলনকারীদের নিশানা করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আন্দোলনকারীদের চিরকুটে চাকরি হয়েছিল বলেও তাগে দেগেছিলেন তৃণমূল সূত্রিয়ো। এমনকী আন্দোলনকারীদের চোর-ডাকাত পর্বত বলেছিলেন মমতা। খোদ মুখ্যমন্ত্রীর এই আক্রমণে প্রবল ক্ষুব্ধ আন্দোলনকারীরাও। কলকাতা থেকে প্রায় দেড় হাজার কিলোমিটার দূরে গিয়ে পের একবার পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীকেও নিশানা করছেন আন্দোলনকারীরা। সোমবার সকালে দিল্লির যন্তুর মন্তুরে ডিএ আন্দোলনকারীদের ধর্ম মঞ্চে সামিল হতে দেখা গিয়েছে বাম নেতাদের কাউকে কাউকে

বকেয়া ডিএ-র দাবিতে শহিদ মিনার চত্বরে দীর্ঘদিন ধরে ধর্ম দিচ্ছেন রাজ্যের সরকারি কর্মচারীদের একাংশ। সেই ধর্ম অন্যত্র সরানোর দাবিতে এবার হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছে সেনাবাহিনী। এই মামলার শুনানি হতে পারে শুক্রবার। সোমবার আদালতে সেনাবাহিনীর তরফে জানানো হয়, হাইকোর্টের ২ পৃষ্ঠায় দেখুন

রামনবমিকাণ্ড তদন্তে রাজ্য পুলিশে আস্থা

নেই আদালতের

কেন্দ্রীয় সংস্থার

তদন্ত নিরপেক্ষতা

নিয়ে উঠল প্রশ্ন

স্টাফ রিপোর্টার : রামনবমীর অশান্তি মামলার তদন্তে কেন্দ্রীয় সংস্থার প্রয়োজন। পর্যবেক্ষণ কলকাতা হাইকোর্টের ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতির। শুনানি শেষে রায়দান স্বগিত রেখেছেন তিনি। ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেক্ষের পর্যবেক্ষণ, কে বা কারা এই অশান্তিতে উসকানি দিয়েছে বা লাভবান হয়েছে, তা জানা রাজ্য পুলিশের পক্ষে সম্ভব নয়। কেন্দ্রীয় সংস্থা প্রয়োজন। তদন্তভার নিতে প্রস্তুত বলেও আদালতে জানিয়েছে এনআইএ।

রামনবমীর মিছিলকে কেন্দ্র করে উত্তপ্ত হয় রিষড়া, শিবপুর। এই অশান্তি এনআইএ তদন্ত চেয়ে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন শুভেন্দু অধিকারী। পুলিশ রিপোর্ট জমা পড়েছে আদালতে। তা দেখে ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতির পর্যবেক্ষণ, পুলিশ রিপোর্টে স্পষ্ট যে ব্যাপক অশান্তি হয়েছে। বোমাবাজি, আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার হওয়া এবং অশান্তির ঘটনা সাধারণ মানুষকে উদ্ভিগ্ন করে। এরপরই তাঁদের পর্যবেক্ষণ, তদন্তে কেন্দ্রীয় সংস্থার প্রয়োজন। রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেলকে বিচারপতির প্রশ্ন, বছরের পর বছর একই ঘটনা ঘটছে। মানুষের নিরাপত্তা নিয়ে আমরা চিন্তিত। কীভাবে এর মোকাবিলা করা যাবে?

শুধু তাই নয়, ছাদে পাথর জড়ো করা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন হাইকোর্টের ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি। তাঁর কথায়, পাথর ছোঁড়ার অভিযোগ উঠেছে। কিন্তু ওই সময়ে এত পাথর কীভাবে এল? এধরনের একাধিক প্রশ্নের মুখে পড়েন রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেল। শুধু রামনবমী নয়, হনুমানজয়ন্তী নিয়ে রিপোর্ট পেশ করে রাজ্য। তাতে জানানো হয়েছে, হনুমানজয়ন্তীর মিছিল শান্তিপূর্ণ ছিল। হুগলির গ্রামীণ অঞ্চলের একটি শোভাযাত্রা রুট সংক্রান্ত নির্দেশিকা সামান্য অমান্য করেছিল। বাকি কোথাও কোনও অসুবিধা হয়নি। তিন কোম্পানি সিলারপিএফ মোতায়েন করা হয়েছিল। এই নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে ২ পৃষ্ঠায় দেখুন

জামশেদপুরে নতুন করে

হিংসা ১৪৪ ধারা

রামনবমীতে হিংসার

ছক সাজানো

হয়েছিল আগেই

পাটনা ও রাঁচি, ১০ এপ্রিল : রামনবমী উপলক্ষে গৈরিক বাহিনীর সশস্ত্র ও প্ররোচনামূলক মিছিলকে কেন্দ্র করে বিহারে ও ঝাড়খণ্ডের নানাস্থানেই দাঙ্গা হয়েছে। আবার সচেতন মানুষ ও প্রশাসনের তৎপরতায় একাধিক ক্ষেত্রে তা প্রতিরুদ্ধও হয়েছে। এরই মধ্যে নতুন করে দাঙ্গা ছড়িয়েছে ঝাড়খণ্ডের জামশেদপুরে। তবে, করা ব্যবস্থা নিয়েছে প্রশাসন। সেখানে ১৪৪ ধারা জারি করা হয়েছে। শিল্প শহরে ইন্টারনেট পরিষেবাও বন্ধ রাখা হয়েছে। দুই গোষ্ঠীর সংঘর্ষ থামাতে বিশাল পুলিশ বাহিনী মোতায়েন হয়েছে শহরে। নেমেছে রাফ। একাধিক ব্যক্তিতে গোলমাল করার অভিযোগে গ্রেফতার করেছে। এখন পরিস্থিতি শান্ত বলে জানানো হয়েছে।

এই অবস্থায় বিহারে রামনবমীর হিংসার কারণ হিসাবে উঠে এল চাঞ্চল্যকর তথ্য। বিহার পুলিশের দাবি, রামনবমীতে অশান্তি বাধানোর নেপথ্যে ছিল দীর্ঘ দিনের পরিকল্পনা। সেই ছক কষা হয়েছিল অনেক আগেই। ওই পরিকল্পনার নেপথ্যে ছিলেন বিহারের নালন্দা জেলার বজরং দলের আহ্বায়ক কুন্দন কুমার। বিহার পুলিশের অতিরিক্ত ডিরেক্টর জেনারেল (এডিজি) জিতেন্দ্র সিংহ গাওয়ার জানিয়েছেন, হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপের মাধ্যমে হিংসা ছড়ানোর ছক কমেছিল অভিযুক্ত কুন্দন কুমার। ওই হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে রয়েছেন মোট ৪৫৬ জন সদস্য। গ্রুপটি খোলা হয়েছিল রামনবমীর কিছু দিন আগেই।

গত ৩১ মার্চ বিহারশরিফে ছড়িয়ে পড়েছিল অশান্তি। তার জেরে নিহত হন এক তরুণ। আহত হন অনেকে। বিহারের রোহতাস জেলাতেও ছড়ায় অশান্তি। সেই ঘটনার তদন্তে নেমে এই বিস্ফোরক তথ্য হাতে পেল বিহার পুলিশ। ওই হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপের অ্যাডমিন হলেন কুন্দন। নালন্দার বজরং দলের সেই আহ্বায়কের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। তার পর ওই বজরং দল নেতা আত্মসমর্পণ করেছেন বলেও জানিয়েছেন তিনি। পাশাপাশি, কিষণ কুমার নামে হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপের আরও এক অ্যাডমিন আত্মসমর্পণ করেছেন বলে জানিয়েছেন গাওয়ার। এই প্রসঙ্গে বিহার পুলিশের এডিজি বলেন, হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপের মাধ্যমেই হিংসা ছড়ানোর ষড়যন্ত্র করা হয়েছিল। ওই গ্রুপের মাধ্যমেই নির্দিষ্ট একটি সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে ভুলো প্রচার চালানো হচ্ছিল। বিহার পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রাথমিক তদন্তে ধরা পড়েছে, ওই হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপের মাধ্যমে ভুলো ভিডিও ছড়িয়ে মানুষকে উস্কানি দেওয়া হয়েছিল। নালন্দায় হিংসার ঘটনার ১৫ জনের বিরুদ্ধে মামলা রুজু করা হয়েছে। তাদের মধ্যে ৫ জন গ্রেফতার হয়েছে। এ ছাড়া আত্মসমর্পণ করেছেন ২ জন। বাকিদের খোঁজে তল্লাশি চালানো হচ্ছে বলে জানিয়েছেন গাওয়ার।

এদিকে, জামশেদপুরের পুলিশ জানিয়েছে, অশান্তির সূত্রপাত শহরের শান্তি নগর এলাকায়। ধর্মীয় পতাকার অবমাননার অভিযোগ ঘিরে রবিবার সন্ধ্যায় উত্তেজনা ক্রমের পরিস্থিতি তৈরি হয়। পরে তা সংঘর্ষের রূপ নেয়। জামশেদপুর পুলিশের ডেপুটি কমিশনার বিজয় যাদব বলেন, কিছু বিক্ষিপ্ত ঘটনাকে কেন্দ্র করে শান্তিনগর এলাকায় সংঘর্ষ হয়। দুই গোষ্ঠীর লোকেরা পাথর ছুঁড়তে শুরু করে। পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এনেছে। গুলজ থেকে সাবধানে থাকতে বলা হয়েছে জনসাধারণকে। জামশেদপুর জেলা পুলিশের এসপি প্রভাত কুমারও জানিয়েছেন, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। কদমা থানা এলাকায় আপাতত ১৪৪ ধারা বহাল থাকবে।

দুর্ঘটনার কবলে নৌশাদ, ভাঙল গাড়ি

ষড়যন্ত্রে ক্ষিপ্ত হলেন স্পিকার

স্টাফ রিপোর্টার : বিধানসভা যাওয়ার পথে দুর্ঘটনার কবলে পড়ল আইএসএফ বিধায়ক নৌশাদ সিদ্দিকির গাড়ি। হাওড়ার সাতরাগাছির কাছে গড়ফায় বিধায়কের গাড়ি দুর্ঘটনার কবলে পড়ে। গাড়ি সামনের অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হলেও বিধায়কের কোনও আঘাত লাগে নি। সোমবার সকালে বিধানসভা যাচ্ছিলেন নৌশাদ। সেই সময় হাওড়ায় কোনো এক্সপ্রেসওয়েতে তাঁর গাড়ির সামনে একটি খাবার সরবরাহকারীর গাড়ি আচমকা দাঁড়িয়ে যায়। নিয়ন্ত্রণ রাখতে না পেরে বিধায়কের গাড়ি ধাক্কা মারে সামনের গাড়িতে। তাঁর গাড়ির বনেট দুমড়ে-মুচড়ে যায়। বিধায়ক এবং তাঁর চালক সুরক্ষিত রয়েছেন। পরে অন্য একটি গাড়ি করে বিধায়ক বিধানসভার উদ্দেশ্যে রওনা দেন। এই ঘটনাকে কোনও সাধারণ দুর্ঘটনা হিসাবে দেখছেন না বিধায়ক, তাঁর প্রশ্ন, সিগনাল না থাকা সত্ত্বেও হঠাৎ আমার গাড়ির সামনে কেন একটি গাড়ি দাঁড়িয়ে পড়ল তা বুঝতে পারলাম না। তিনি আশঙ্কা করছেন এই ঘটনার পিছনে চক্রান্ত থাকতে পারে। এই দুর্ঘটনার পর জাতীয় সড়কে বেশ কিছুক্ষণ যানজটের সৃষ্টি হয়। ২ পৃষ্ঠায় দেখুন

ভিতরের পাতায়

□ নদী পেরোলো না মেট্রো। পৃষ্ঠা : ২ □ কর্নাটকে আরটিআই করলেন বিরোধীরা। পৃষ্ঠা : ৫ □ গ্রিস-মাল্টার মাঝের সাগরে ভাসছেন ৪০০ অভিবাসনপ্রত্যাঙ্গী। পৃষ্ঠা : ৭

দমদম পার্কের পথ দুর্ঘটনায় মহিলা সহ নিহত ৪, আহত ২

স্টাফ রিপোর্টার : কলকাতার উত্তর শহরতলির দমদম পার্কে রবিবার ভয়াবহ দুর্ঘটনায় ৪ জনের মৃত্যু হয়েছে। আহত হয়েছেন আরও ২। দমদম পার্কের সিগন্যালে একটি লরি দীর্ঘক্ষণ থেকে দাঁড়িয়ে থাকে। পিছন দিকে একটি প্রাইভেট গাড়ি একটি মোটর বাইকে ধাক্কা মেরে পরে লরিটির পিছনে সজোরে ধাক্কা মারে। প্রাইভেট গাড়িটি লেকটাউন থেকে বাণ্ডইআটির দিকে যাচ্ছিল।

স্থানীয়দের অভিযোগ, প্রাইভেট গাড়িটি চালক মদ্যপ অবস্থায় চালাচ্ছিল। গাড়ির অন্যান্য যাত্রীরাও নাকি মদ্যপ অবস্থায় ছিল। ধাক্কা মারার সঙ্গে সঙ্গে প্রাইভেট গাড়িটি দুমড়ে মুচড়ে যায়। ঘটনাস্থলে এক মহিলা সহ ৩ জনের মৃত্যু হয়। প্রাইভেট গাড়িটির একজন যাত্রী ও মোটরবাইকের এক যাত্রীকে হাসপাতালে নিয়ে গেলে একজন মোটর বাইক আরোহীকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। বাকি ২

জনের আশঙ্কাজনক অবস্থায় আরজিকর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। নিহতদের পরিচয় জানা যায়নি। তবে তারা যে স্থানীয় এলাকার সে ব্যাপারে পুলিশ নিশ্চিত। স্থানীয়া জানান, উদ্ধারের কাজে স্থানীয় বাসিন্দারা ঝাঁপিয়ে পড়েন। লেকটাউন থানার পুলিশ এসেছে দুপুর ১২টার দিকে। তারপর মৃতদেহগুলিকে ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতালে পাঠান। পুলিশ ঘটনার তদন্তে নেমেছে।



সোমবার পূর্ব মেদিনীপুরের বামফ্রন্টের মহাসমাবেশে চলেছে সিপিআই’র মিছিল।

 ফটো : নিজক

কেন্দ্র ও রাজ্য লুঠের রাজত্ব ঠেকাতে পারে বামপন্থীরাই

১ পৃষ্ঠার পর
আয়োজিত সভায় বক্তব্য রাখেন সিপিআই রাজ্য সম্পাদক স্বপন ব্যানার্জি, সিপিআইএমের রাজ্য সম্পাদক মোহাম্মদ সেলিম, আর এসপির রাজ্য নেতা সুভাষ নন্দর, ফরওয়ার্ড ব্লক নেত্রী ডলি রায়, শ্রমিক নেতা অনাদি সাহু, সিপিআইএম নেতা সূজন চক্রবর্তী। সভায় সভাপতি ছিলেন নিরঞ্জন শিহি।

সভায় স্বপন ব্যানার্জি বলেন রিজার্ভ ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী দেখা যাচ্ছে ভারতের ২৮ জন পুঁজিপতির ১০ লক্ষ কোটি টাকা ব্যাংকের ঋণ অনাদায়ই হয়ে পড়ে আছে। তাদের অনেকেই বিদেশে পাালিয়ে গেছে। আর এই ২৮ জনের মধ্যে ২৭ জনই গুজরাটের। যাদের ৪-৫ জনের টাইটেল মোদি। আর দেশের প্রধান ক্ষমতায় যে দুজন আছে তারাও গুজরাটের। এরা দেশ বিক্রি করছে, আর খন্দের হচ্ছে পুঁজিপতিরা।

আর এইদিকে দেশের বড় অংশের মানুষের পেটে ভাত নেই, হাতে কাজ নেই, কোটি কোটি বেকার, যে রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ক্ষেত্র ২০০৮ সালের আর্থিক সংকটে দেশকে বাঁচিয়েছে, এই ক্ষেত্রগুলোকেই বিক্রি করে দিচ্ছে। যারা প্রতিবাদ করছে তারাই দেশদ্রোহী। রাহুল গান্ধিকেও দেশদ্রোহী বলে দণ্ডিত করার প্রক্রিয়া চলছে।

যারা স্বাধীনতা আন্দোলনে অংশই নেয়নি তারাই দেশপ্রেমী হতে উঠতে চাইছে। মৌলিক সমস্যাগুলির সমাধান হয়নি, তারাই সমস্যাগুলোকে দূরে ঠেলে রাখতে হিন্দু রাষ্ট্রের ডাক দিয়ে নজর খোরাবার চেষ্টা করছে বলে জানান স্বপন ব্যানার্জি।

রাজ্যের প্রসঙ্গে তিনি বলেন এখানে এক নৈরাজ্যের সরকার রাজ্য পরিচালনার দায়িত্বে। প্রতিটি ক্ষেত্রে তারা দুর্নীতিতে নিমজ্জিত। শিক্ষা দপ্তর টাই পুরো জেলে চলে গেছে। পঞ্চায়েত, পৌরসভা দুর্নীতির আখড়াতে পরিণত হয়েছে। কোনরূপ উপায় না দেখে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি

বিপ্লিত করার চেষ্টা করছে। বিজেপি এবং টিএমসি দুজন মিলে গট আপের খেলায় মেতেছে। ভুক্তভোগী মানুষ জাগছে। তারা বামফ্রন্টের বিগত কাজগুলি ফিরে দেখার চেষ্টা করছে। পঞ্চায়েতি রাজ ব্যবস্থা চালু, ভূমি সংস্কার, পাট্টা প্রদান, কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্যের উন্নতি দেখেছে। তাই তারা সাগরদীঘি নির্বাচন, সমবায় নির্বাচনগুলিতে পুনরায় বামফ্রন্টের উপর আস্থা রাখছে। বামপন্থীদের এই মানুষগুলোকে সঙ্গে নিয়ে নীতি নিষ্ঠভাবে এগিয়ে যেতে হবে। মানুষ ভিক্ষা চায় না, তারা চায় নিজের পায়ে দাঁড়াতে। মৌলিক অধিকারগুলো পেতে।

সিপিআইএম নেতা মোহাম্মদ সেলিম বলেন দেশে ৬০ হাজার স্কুল বন্ধ হয়ে গেছে, রাজ্যে ছয় সাত হাজার স্কুলের তাল্লা পড়েছে। এই পড়ুয়ারা বেশির ভাগেই এস সি এস টির পরিবারের। পঞ্চায়েত নির্বাচন প্রসঙ্গে তিনি বলেন প্রশাসনকে নিয়ম মেনে, সংবিধান মেনে কাজ করতে হবে। ২০১৮ সালে যা হয়েছে, তা যেন ২০২৩ সালে ফিরে না আসে তা প্রশাসনকে দায়িত্ব নিতে হবে। তিনি বলেন বামফ্রন্টের পাশাপাশি বাম ও তার সহযোগী গণতান্ত্রিক দলগুলোকে সংগঠিত করতে হবে। তিনি বলেন লাল বাডাকে শক্ত করে ধরে মানুষের জন্য লড়তে হবে। পঞ্চায়েত নির্বাচনে নমিনেশন থেকে গণনা পর্যন্ত যেন কোন রূপ অনিয়ম না হয় তার দায়িত্ব প্রশাসনকে নিতে হবে। সূজন চক্রবর্তী বলেন দেশে রাজ্যে লুটের রাজত্ব চলছে। ঠেকাতে পারে বামপন্থীরাই। সভা শুরু হওয়ার আগে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির দুটি মিছিল সভাস্থলে পৌঁছয়। তার নেতৃত্ব দেন গৌতম পাভা, নির্মল বেড়া, আব্দুল লতিফ, আশীষ ভট্টাচার্য, কার্তিক ঘোষ, জহর মাইতি, রবীন্দ্রনাথ কর, সৌরভ কুইল্যা, আব্দুল হাই প্রমুখ। বামফ্রন্টের একটি প্রতিনিধি দল ডিএম এবং এসপির কাছে স্মারকলিপি জমা দেন। এই প্রতিনিধি দলে সিপিআই এর পক্ষে ছিলেন গৌতম পন্ডা এবং নির্মল বেড়া।

ডিএ আন্দোলনকারীরা

১ পৃষ্ঠার পর
নির্দেশেই সরকারি কর্মচারীরা ধর্না দিচ্ছিলেন। কিন্তু আদালত নির্ধারিত সময়সীমা অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। তারপরেও আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন তাঁরা। তাঁদের আন্দোলন অন্যত্র নিয়ে যেতে হবে। শহিদ মিনার চত্বরটি মূলত ভারতীয় সেনাবাহিনীর মালিকানাধীন। সেখানে যে কোনো কাজ করার জন্য সেনাবাহিনীর অনুমতির প্রয়োজন হয়। সরকারি কর্মীদের ডিএ-র দাবিতে আন্দোলনে আর অনুমতি দিতে চাইছে না সেনাবাহিনী। শুক্রবার বিচারপতি উঠেছে। তাই ই-টেন্ডারের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, কিছুদিন আগেই ডিএ নিয়ে সমস্যা সমাধানের জন্য রাজ্য সরকার ও আন্দোলনকারী কর্মচারীদের একসাথে আলোচনার নির্দেশ দিয়েছে কলকাতা হাইকোর্ট। মৌখ মঞ্চের সদস্যরা জানিয়েছিলেন, তাঁরা আলোচনায় বসতে রাজী। কিন্তু তাঁদের দেওয়া শর্ত মানতে হবে রাজ্যকে। শর্তগুলি হল, রাজ্য সরকারকে আগে সুপ্রিম কোর্ট থেকে মামলা প্রত্যাহার করতে হবে এবং ধর্মঘটে যোগ দেওয়া কর্মীদের যে বেতন কাটা হয়েছিল তা ফিরিয়ে দিতে হবে। সূত্রের খবর, আগামী ১৭ এপ্রিল দু পক্ষ আলোচনাতে বসতে পারে।

নিরপেক্ষতা নিয়ে উঠল প্রশ্ন

১ পৃষ্ঠার পর
তাদের মতে, রাজ্য পুলিশের ওপর আস্থা রাখা কঠিন। একইভাবে কেন্দ্রীয় তদন্ত সংস্থার ওপরও কি পুরোপুরি আস্থা রাখা যায়? কারণ, বারবার অভিযোগ উঠেছে, কেন্দ্রীয় তদন্ত সংস্থাগুলো কেন্দ্রীয় সরকারের অঙ্গুলিহেলনে চলছে। ফলে সেই তদন্ত কী নিরপেক্ষ হবে?

ক্ষিপ্ত হলেন স্পিকার

১ পৃষ্ঠার পর
এই প্রসঙ্গে যখন বিধানসভার স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়কে জিজ্ঞাসা করা হয়, তিনি বলেন, নৌশাদের গাড়ি দুর্ঘটনার নিয়ে আমি কিছু জানি না। অ্যান্ড্রিভেটটিকে অ্যান্ড্রিভেট হিসাবে দেখা হোকা সব বিষয়ে ষড়যন্ত্র দেখা উচিত নয়। নৌশাদ আমাকে ফোন করতে পারেন। যদি তাঁর মনে হয় ষড়যন্ত্র তাহলে সব খতিয়ে দেখব। এর পর তাঁকে এ নিয়ে আরও কিছু প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে যান সাংবাদিকরা। তখন কিছুটা ক্ষুব্ধ হয়েই স্পিকার বলেন, নৌশাদ সিদ্ধিকি এত বড় নেতা হয়ে যারনি তার জন্য এতগুলো উত্তর দিতে হবে স্পিকারকে।

শপথ রাজ্যের মুখ্য তথ্য কমিশনার বীরেন্দ্রের

স্টাফ রিপোর্টার : রাজ্যের মুখ্য তথ্য কমিশনার পদে আগামী ৩ বছরের জন্য নিযুক্ত হলেন প্রাক্তন ডিজি সি বীরেন্দ্র। সোমবার রাজভবনে তাঁকে শপথবাকা পাঠ করান রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোস। আপত্তি সত্ত্বেও এই নিয়োগে রাজভবনের সিলমোহর পড়ায় ক্ষুব্ধ বিজেপি।

সোমবার রাজভবনে রাজ্যের মুখ্য তথ্য কমিশনার পদে শপথ নেন প্রাক্তন ডিজি বীরেন্দ্র। এই নিয়োগ নিয়ে আপত্তি জানিয়েছিলেন শুভেন্দু। তার অভিযোগ, নিয়োগের জন্য আবেদন নিয়ম মেনে হয়নি। পূর্ব নির্ধারিত ব্যক্তিকেই অনুমোদন দেওয়া হচ্ছে। এই অজুহাতে নতুন তথ্য কমিশনারের নাম ঠিক করার বৈঠকেও গরহাজির ছিলেন তিনি। তার অনুপস্থিতিতেই নতুন মুখ্য তথ্য কমিশনার হিসেবে সি বীরেন্দ্র নাম ঘোষিত হয়। এবারক সেই ওজর আপত্তিতে আমল দিলেন না রাজ্যপালও। এদিন রাজভবনে বীরেন্দ্রকে শপথবাকা পাঠ করান সি ভি আনন্দ বোস।

প্রতারণায় গ্রেফতার খোদ কলকাতা পুলিশের এসিপি

স্টাফ রিপোর্টার : রক্ষকই ভক্ষকই! প্রতারণার অভিযোগে এবার গ্রেফতার করা হল কলকাতা পুলিশের এসিপি পদমর্যাদার এক আধিকারিক! ধৃতকে চারদিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দিল আদালত। জানা গিয়েছে, ধৃতের নাম সোমনাথ ভট্টাচার্য। কলকাতা পুলিশের অষ্টম ব্যাটালিয়নের এসিপি পদে কর্মরত তিনি। অভিযোগ, বারের লাইসেন্স করে দেওয়ার নামে নাকি টাকা তুলেছেন ওই পুলিশ আধকারিক! প্রতারণার শিকার হয়েছেন অনেকেই। লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয় বরানগর থানায়। ঘটনার তদন্তে নামে ব্যারাকপুর কমিশনারেটের গোয়েন্দা শাখা। শুধু তাই নয়, অভিযুক্ত পুলিশ আধিকারিকদের ডেকে জিজ্ঞাসাবাদও করেন তদন্তকারীরা। এরপর ৮ এপ্রিল গ্রেফতার করা হয় কলকাতা পুলিশের এসিপি-কে! কেন? গোয়েন্দা সূত্রে খবর, সোমনাথের বক্তব্যে একাধিক অসঙ্গতি পাওয়া গিয়েছে।

এদিকে গত বছরের ডিসেম্বরে শহরে হক্কা বার নিষিদ্ধ করার সিদ্ধান্ত নেয় কলকাতা পুরসভা। মেয়র ফিরহাদ হাকিম জানান, যদি দেখা যায় কোনও রেস্তোরাঁয় গোপনে হক্কা বার চালানো হচ্ছে, সেক্ষেত্রে কড়া পদক্ষেপ করা হবে। প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট রেস্তোরাঁ লাইসেন্সও বাতিল করে দেওয়া হতে পারে। এরপরই মামলা গড়ায় হাইকোর্টে। পুরসভার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন কয়েকটি হক্কা বারের মালিক। বিচারপতি রাজা শেখর মাস্তুর সিঙ্গল বেঞ্চ জানায়, কলকাতা ও বিধাননগর এলাকায় কোনও হক্কা বার বন্ধ করা যাবে না। কারণ, এই বিষয়ে রাজ্যের কোনও আইন নেই। সেক্ষেত্রে হক্কা বার বন্ধ করতে গেলে, রাজ্য ও পুরসভার নয়া নতুন আনতে হবে। সেই রায়কে চ্যালেঞ্জ করে ডিভিশন বেঞ্চে মামলা করেছে পুরসভা।

শর্তসাপেক্ষে জামিন জিতেন্দ্রর

নিজস্ব সংবাদদাতা : আসানসোল কন্ডল কাণ্ডে গ্রেফতার করা হয়েছিল জিতেন্দ্র তিওয়ারিকে। অবশেষে ২২ দিন পর শর্তসাপেক্ষে জামিন পেলেন আসানসোল পুরসভার প্রাক্তন মেয়র জিতেন্দ্র তিওয়ারি। সোমবার ৫০ হাজার টাকার ব্যক্তিগত বন্ডে জামিন পেয়েছেন তিনি। তাঁকে একাধিক শর্ত বেঁধে দিয়েছে কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি জয়মালা বাগচির ডিভিশন বেঞ্চ। তবে কলকাতা হাইকোর্টের শর্ত অনুযায়ী, জামিন পেলেও আসানসোলে ফিরতে পারবেন না প্রাক্তন মেয়র। এদিকে গত ১৮ মার্চ কন্ডল কাণ্ডে গ্রেফতার করা হয়েছিল জিতেন্দ্র তিওয়ারিকে। তার পর তিনি পুলিশ হেফাজতে ছিলেন। সেখান থেকে প্রেসিডেন্সি জেলে বন্দি ছিলেন জিতেন্দ্র তিওয়ারি। নানা শর্ত দিয়ে গ্রেফতারির ২২ দিনের মাথায় আজ সোমবার কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি জয়মালা বাগচী এবং বিচারপতি পার্থসারথি সেনের ডিভিশন বেঞ্চ তাঁকে জামিন দিয়েছেন। আর তিনটি শর্ত এবং ৫০ হাজার টাকা ব্যক্তিগত বন্ডের বিনিময়ে জামিন পেয়েছেন বিজেপি নেতা।

গত ডিসেম্বর মাসে আসানসোলে আয়োজিত একটি কন্ডল বিতরণের অনুষ্ঠানে পদপিষ্ট হওয়ার ঘটনায় অভিযুক্ত জিতেন্দ্র তিওয়ারি। পদপিষ্ট হয়ে তিনজনের মৃত্যু হয়েছিল। ওই অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ছিলেন শুভেন্দু । এই ঘটনায় বিজেপি নেতা জিতেন্দ্র ও তাঁর স্ত্রী তথা কাউন্সিলর চৈতালি তিওয়ারির বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেন মৃতের পরিজনরা। গ্রেফতার হওয়া এড়াতে আদালতে যান তিওয়ারি দম্পতি। নিম্ন আদালতে রাজ্যের যুক্তির কাছে হেরে গিয়েছিলেন তিওয়ারি দম্পতির আইনজীবী। তখন কলকাতা হাইকোর্টে যান তাঁরা। সেখানে রক্ষাকবচ পেলেও তার মেয়াদ শেষ হয়ে যায়। তখন গত ১৮ মার্চ নয়ডায় যমুনা এক্সপ্রেসে ওয়ে থেকে জিতেন্দ্রকে গ্রেফতার করে পুলিশ।

দুর্নীতি প্রমাণে আত্মহুতির ঘোষণা ফিরহাদের

স্টাফ রিপোর্টার : ৪ কলকাতা পুরসভার বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ তুলেছেন বিজেপি কাউন্সিলর সজল ঘোষ। এনিয়ে এবার মুখ খুললেন মেয়র ফিরহাদ হাকিম। শুধু তাই নয়, কলকাতা পুরসভায় দুর্নীতি প্রমাণ করতে পারলে তিনি চরম সিদ্ধান্ত নেবেন বলেও সংবাদমাধ্যমে জানিয়েছেন। নিয়োগ দুর্নীতি কাণ্ডে একের পর এক গ্রেফতার হয়েছে তৃণমূল নেতা কুন্তল ঘোষ, শান্তনু বন্দ্যোপাধ্যায়। পাশাপাশি গ্রেফতার হয়েছেন শান্তনু ঘনিষ্ঠ প্রমোটার অয়ন শীলা। সল্টসেকে তার অফিসে থেকে বহু আডমিট কার্ড, ওএমআর ও পুরসভার পরীক্ষার নথি পাওয়া গিয়েছে। ফলে পুরসভার নিয়োগেও দুর্নীতি হয়েছে বলে

দাবি করেছে ইডি। এখন বিজেপি কাউন্সিলর সজল ঘোষের দাবি কলকাতা পুরসভার নিয়োগও দুর্নীতি হয়েছে।

বিরোধীদের অভিযোগ, পরিস্কার দুর্নীতি। পুরসভায় চাকরি হয় মিউনিসিপ্যাল কমিশনের পরীক্ষার মাধ্যমে। ২০১৭ সালে তার মর্যে নন্দিয়া সংলগ্ন এলাকার ১১৮, বৈদ্যবাটি ভদ্দেশ্বর থেকে ৬ এবং বাকীটা বিবিদার পাড়া থেকে হয়েছে। বিশ্বাস করেন, দুই থেকে আড়াই লক্ষ যুবক পরীক্ষা দিল আর চাকরি পেল ৩৫টি পাড়ার লোকজন? জবাবে মেয়র

ফিরহাদ হাকিম বলেন, দুর্নীতি প্রমাণ হলে সিবিআইয়ের দরকার হবে না। আমি নিজেই নিজেকে আত্মহুতি দিয়ে দেব। উল্লেখ্য, পার্কিং ফি বৃদ্ধি নিয়ে তাঁর সমালোচনা শুরু হয়েছে দলের মধ্যে থেকেই। তবে তার মধ্যেই তিনি জানিয়ে দিয়েছেন পার্কিং নিয়ে এবার কোনও ফিজিক্যাল টেন্ডার হবে না। ছাড়া হবে ই-টেন্ডার। এনিয়ে ফিরহাদ বলেন, এরকম ব্যবস্থা সব জায়গাতেই রয়েছে। এটা একটা নিয়ম।

পুরসভার সব ক্ষেত্রেই ই-টেন্ডার হয়ে গিয়েছিল। পার্কিংয়ের ক্ষেত্রে ফিজিক্যাল টেন্ডার হয়েছিল। এনিয়ে অভিোগ দিল আর চাকরি পেল ৩৫টি পাড়ার লোকজন? জবাবে মেয়র

বাইক বিক্রি প্রতারণায় ধৃত মথুরাপুরের যুব বিজেপি নেতা

নিজস্ব সংবাদদাতা : আর্থিক প্রতারণার অভিযোগে শ্রেণ্ডার দক্ষিণ ২৪ পরগনার মথুরাপুর সাংগঠনিক জেলার বিজেপি যুব মোর্চার মন্ডল সভাপতিকে। এই শ্রেণ্ডার নিয়ে আসন্ন পঞ্চায়েত ভোটের আগে রীতিমতো তোলপাড় শুরু হয়েছে গঙ্গাসাগর এলাকায়। জানা গিয়েছে, রাজু মণ্ডল নামে স্থানীয় নারায়নি আবাদ এলাকার বাসিন্দা। তিনি বিজেপির সাগর চার নন্দর মণ্ডলের যুব মোর্চার সভাপতি।

সুন্দরবন জেলা পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃত রাজু মণ্ডল বিভিন্ন কোম্পানির মোটরবাইক বিক্রি করে লক্ষ লক্ষ টাকা নেওয়ার পরেও তার রেজিস্ট্রেশন করছিলেন না। ক্রেতারার বারবার বলা সত্বেও কোনও লাভ হচ্ছিল না। ক্রেতারা বললে উলটে

রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে ক্রেতাদের রাজু হুমকি দিতে বলেও অভিযোগ। কয়েক মাস এলাকা ছাড়াও ছিল রাজু। এর আগে গত ৩ এপ্রিল পুলিশ অলোক পাত্র নামে এই প্রতারণার অভিযোগে আরও একজনকে গ্রেপ্তার করে। একজন ক্রেতা রাজুর বিরুদ্ধে পুলিশের কাছে লিখিত অভিযোগ জানালে রবিবার রাতে গঙ্গাসাগর উপকূল থানার পুলিশ রাজুকে গ্রেপ্তার করে।

ধৃত বিজেপি যুব মোর্চার ওই নেতার বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪২০, ৪০৬ ও ৩৮৪ ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে। সোমবার রাজুকে চারদিনের পুলিশ হেফাজতে নেওয়ার আবেদন জানিয়ে কলকদ্বীপ এসিজেএম আদালতে তুলেছে

পুলিস। বিজেপি যুব মোর্চার নেতার শ্রেণ্ডারির ঘটনায় এলাকায় শোরগোল পড়েছে। বিষয়টিকে রাজনৈতিক ইস্যু করে প্রচারে নামছে স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব। তৃণমূল নেতৃত্ব জানিয়েছে, বিজেপি এই প্রতারকদেরই ক্ষমতায় বসিয়ে রেখে মুখে বড় বড় কথা বলছে। বিজেপির সাপে ছুঁচো গোলা অবস্থা।

প্রতারককে অস্ত্রীকার করতে পারছে না, স্ত্রীকার করতেও পারছে না। হাস্যকর সাফাই গেয়ে তারা বলছে, এই ঘটনার সঙ্গে রাজনীতিকে মিশিয়ে দেওয়া ঠিক হবে না। বিষয়টি সম্পূর্ণ রাজুর ব্যবসায়িক। এর সঙ্গে রাজনীতির কীভাবে যোগ থাকতে পারে? বিষয়টিতে রাজনৈতিক রং লাগানোর চেষ্টা করছে।

আজকের দুনিয়া

ফাঁস হওয়া নথিতে প্রমাণ ইউক্রেন যুদ্ধ পশ্চিমীরাই প্রত্যক্ষভাবে চালাচ্ছে

ভাষ্যকার

ইউক্রেন যুদ্ধ নিয়ে এসেছে রাশিয়া। এই নথি যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা দপ্তরের কিছু নথি অনলাইনে ছড়িয়ে পড়েছে। এর মধ্যে বেশ কিছু নথি অতি গোপনীয়। রয়েছে যুদ্ধক্ষেত্রের মানচিত্র, তালিকা ও ছবি। যুদ্ধে ইউক্রেনকে কীভাবে যুক্তরাষ্ট্র ও পশ্চিমা সামরিক জোট ন্যাটো সহায়তা করতে পারে, তার বিস্তারিত কৌশল বোঝা যায় এসব নথি থেকে। বোঝা যায় যুদ্ধের গতিপ্রকৃতি। গত বছরের ২৪ ফেব্রুয়ারি রাশিয়া– ইউক্রেন যুদ্ধের শুরু। এর প্রায় ১৪ মাস পর এসে প্রথমবারের মতো যুদ্ধ নিয়ে মার্কিন প্রশাসনের কোনো নথি ফাঁসের ঘটনা ঘটল। টুইটার ও টেলিগ্রামে ছড়িয়ে পড়া এসব গোপন নথি অন্তত ছয় সপ্তাহ আগের। তবে সবচেয়ে সাম্প্রতিক নথিগুলোও গত ১ মার্চের। ইউক্রেন যুদ্ধ যে মার্কিন সহ পশ্চিমি শক্তি প্রত্যক্ষভাবে চালাচ্ছে তা নিয়ে গোড়া থেকেই বলে

দেখা গেছে, যুক্তরাষ্ট্র ৩১ হাজারের মধ্যে। তবে এ বিষয়ে তদন্তকারী সম্পর্কে অনুমান করছে, চলমান দুটি সংখ্যা নিয়ে পেন্টাগনের ওপেন সোর্স ইন্টেলিজেন্স তদন্তকারীরা জানতে পারেছেন। গত মার্চের যুদ্ধে রাশিয়ার ১ লাখ ৮৯ সংশয় রয়েছে। পেন্টাগন গ্রুপ বেলিংক্যাটের অ্যারিক পেরেছেন।

৯ এপ্রিলই মার্কিন প্রতিরক্ষা দপ্তর পেন্টাগনের কর্মকর্তাদের বরাতে সংবাদমাধ্যমের খবর, ফাঁস হওয়া এসব নথি আসল। ছড়িয়ে পড়া নথিগুলোর অন্তত ২০টি পর্যবেক্ষণ করে সরঞ্জাম দেওয়া ও দেশটির সেনাদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার বিবরণ রয়েছে। এ ছাড়া রুশ বাহিনীর বিরুদ্ধে এবারের বসন্তে বড় ধরনের পাল্টা হামলা চালানোর পরিকল্পনা করছে ইউক্রেন, এমনটাই বলা রয়েছে ফাঁস হওয়া নথিতে। নথিতে আরও

হাজার ৫০০ থেকে ২ লাখ ২৩ হাজার সেনা হতাহত হয়েছেন। ইউক্রেনের দিক থেকে এ সংখ্যা ১ লাখ ২৪ হাজার ৫০০ থেকে ১ লাখ

ইতিমধ্যে অ্যারিক টোলার আরও জানান, গত মার্চের শুরুর দিকে কম্পিউটার গেম মাইনক্রাফটের খেলোয়াড়েরা এসব নথি দেখতে পান। আলাপ–আলোচনা করেন। গত ৪ মার্চ একজন গেমার এমন ১০টি নথি পোস্ট করেন। তিনি লিখেন, এখানে কিছু ফাঁস হওয়া নথি আছে। গোপন নথি ফাঁসের প্রক্রিয়াটি ব্যতিক্রমী ও অপ্রচলিত। এর আগে ২০১৯ সালে যুক্তরাজ্যের পার্লামেন্ট নির্বাচনের আগে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে দেশটির বাণিজ্য সম্পর্ক নিয়ে কিছু নথি ফাঁসের ঘটনা ঘটেছিল। ওই সময় রেডিট, ফোরচ্যানসহ একই ধরনের কয়েকটি ওয়েবসাইটে এসব নথি ফাঁস হয়েছিল। তখন রেডিট কর্তৃপক্ষ জানায়, নথি ফাঁসের এসব ঘটনা রাশিয়া থেকে ঘটানো হয়েছিল। একই ধরনের আরেকটি ঘটনা ঘটে গত বছর। ওই সময় কম্পিউটার গেম ওয়ার থান্ডারের খেলোয়াড়েরা ফাঁস হওয়া

কিছু নথি নিয়ে তর্ক–বিতর্কে জড়ান। সেগুলো স্পর্শকাতর সামরিক নথি ছিল। সর্বশেষ ফাঁস হওয়া সামরিক নথিগুলো আরও বেশি সংবেদনশীল। ইউক্রেন যুদ্ধ এখন বেশ জটিল মুহূর্তে রয়েছে। এ পরিস্থিতিতে যুদ্ধের কৌশল নিয়েগোপন নথি ফাঁসের ঘটনা ইউক্রেনকে চাপে ফেলতে পারে। এ কারণে এবারের বসন্তে রুশ বাহিনীর বিরুদ্ধে পাল্টা আক্রমণের কৌশল বদলাতে হতে পারে কিয়েভকে। যদিও ইউক্রেনের কর্মকর্তাদের দাবি, বিদ্রোহী ছড়ানোর উদ্দেশ্যে রাশিয়া ইচ্ছাকৃতভাবে এসব নথি ছড়িয়েছে। তবে কিছু সামরিক র্লগারের দাবি, গোপন নথি ফাঁসের এ ঘটনা যুদ্ধক্ষেত্রে রুশ কমান্ডারদের বিভ্রান্ত করার জন্য পশ্চিমা চক্রান্তের অংশ। কেননা ইউক্রেনের সম্ভাব্য যুদ্ধকৌশল সম্পর্কে রুশ গোয়েন্দাদের না জানার কোনো কারণ নেই।

আফগানিস্তান থেকে যুক্তরাষ্ট্রকে যে কারণে নিষেধাজ্ঞা তুলতেই হবে

মৌলভি আমির খান মুত্তাকি

আফগানিস্তানের অন্তর্বর্তীকালীন পররাষ্ট্রমন্ত্রী

২০২১ সালের ১৫ আগস্ট ইসলামি আমিরাত পুনরায় আফগানিস্তানের নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার পর দেড় বছর পার হয়েছে। সেখানকার পরিস্থিতি এখন প্রবল আশাবাদী অবস্থায় রয়েছে। কাবুলের নতুন সরকারের সমালোচকেরা আফগানিস্তানে কিয়ামত নেমে আসবে বলে বিভিন্ন সময় ভবিষ্যদ্বাণী করলেও সেখানকার নিরাপত্তা পরিস্থিতির অনেক উন্নতি হয়েছে এবং গত দেড় বছরে সহিংসতার মাত্রা অনেক কমে গেছে।

দোহায় সমঝোতা বৈঠকের সময় অনেক কূটনীতিক বলেছিলেন, তাঁদের মতমতো কাবুলে সরকার প্রতিষ্ঠিত না হলে আফগানিস্তানে আরেক দফা গৃহযুদ্ধ লাগবে। কিন্তু তাঁদের সে আশঙ্কা মিথ্যা প্রমাণ করে ইসলামি আমিরাত পরিস্থিতি সম্পূর্ণ নিজেদের নিয়ন্ত্রণে রেখেছে।

গোটা দেশে নিজেদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করামাত্রই আমরা নতুন করে লড়াই শুরু হওয়ার সব সম্ভাব্যতাকে দুর্বল করতে সব ধরনের পদক্ষেপ নিয়েছি। এর অংশ হিসেবে ইসলামের মানবতার

দিকগুলোর ওপর জোর দিয়ে আমরা ভ্রাতৃত্ব ও সাধারণ ক্ষমার কথা বলেছি। এখন যুদ্ধ শুধু থামেইনি, বরং দেশটি একটি শক্তিশালী ও দায়িত্বশীল সরকার দ্বারা শাসিত হচ্ছে। গত চার দশকের মধ্যে এ ধরনের শান্তিপূর্ণ পরিবেশ সেখানে এই প্রথম দেখা যাচ্ছে। বিদেশি সহায়তার ওপর আষ্টেপৃষ্ঠে জড়ানো নির্ভরতা থেকে দেশকে বের করে আনতে সরকার নানা ধরনের পদক্ষেপ নিচ্ছে।

আমরা আমাদের পণ্য উৎপাদনের সব খাতেই আফগানীকরণ করে ক্ষান্ত হচ্ছি না, সেই খাতগুলোর দেশীয়করণকে দেশের সাধারণ জনগণের কাছে অধিকতর জবাবদিহিমূলক করার চেষ্টা করছি। এটি আমাদের নিজস্ব ভূখণ্ডের পণ্যকে আরও বেশি নিজের মনে করার চেতনাকে পোক্ত করছে।

একই সঙ্গে আমরা বুঝি, আধুনিক সম্পর্কের বৈশ্বিক প্রকৃতি হলো সবাই পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান করবে। সেই সম্পর্কের ভিত্তিভূমি হলো সাম্য,

পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ ও সহযোগিতার চেতনা। এই চিন্তা মাথায় রেখে আফগানিস্তানের বর্তমান সরকার বিশ্বের সঙ্গে নিজেকে সম্পৃক্ত করতে আরও একবার সবার প্রতি বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সভায় দাঁড়ানোর জন্য প্রয়োজনীয় দায়িত্বশীলতার শর্ত আফগানিস্তানের বর্তমান সরকার সুন্দরভাবে পূরণ করেছে। এখন বিশ্ব সম্প্রদায়ের দায়িত্ব আফগানিস্তানকে স্বাধীন দেশ হিসেবে মেনে নেওয়া এবং দেশটিকে নিজের পায়ে দাঁড়াতে সহায়তা করা।

মনে করে দেখুন গত দুই দশকে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় ট্রিলিয়ন ট্রিলিয়ন ডলার খরচ করে আফগানিস্তানে লাখ লাখ সেনা পাঠিয়েও তারা তাদের উদ্দেশ্য পূরণ করতে পারেনি। আজকের দিনে এসেও তারা নতুন দিনের উদ্গাত অঙ্কুরকে স্বাগত না জানিয়ে অতীতেই পড়ে আছে। বর্তমান সরকারের ইতিবাচক পদক্ষেপগুলোর দিকে দৃষ্টি না দিয়ে শুধু অভিযোগ করা আর চাপ দেওয়ার নীতিই তারা

প্রতিবেদনের সব বক্তব্য কালান্তরের অভিমতের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই। বিশেষ করে সাউর বিপ্লব, তা ভাঙতে মার্কিন নেতৃত্বাধীন পশ্চিমি অক্ষের সঙ্গে আফগান মোল্লাতন্ত্রের কায়েমী স্বার্থের সংশ্লিষ্টতা এবং এখনও তালিবান শাসনের নামে সেখানকার গণতন্ত্রহীনতা এবং এখনো মার্কিন সাহায্য নির্ভরতা এমন বহু প্রশ্ন রয়ে গেছে। কিন্তু, আফগানিস্তান দখল করার মার্কিন ব্যর্থতা এবং মার্কিন আধিপত্যবাদ সম্পর্কে দলমত নির্বিশেষে আফগানবাসীর এবং বর্তমান শাসকদেরও যে উপলব্ধি তা বিবেচনায় রেখে এটি এখানে প্রকাশ করা হল।

— সম্পাদকমণ্ডলী, কালান্তর

আঁকড়ে আছে। কিন্তু তাদের এ বাস্তবতা মানতে হবে যে এক হাতে তালি বাজবে না। আঞ্চলিক প্রতিদ্বন্দ্বিতাকে এড়িয়ে একটি জোট নিরপেক্ষ অবস্থানে থাকাই হবে আমাদের পররাষ্ট্রনীতির ভিত্তি। সাম্য ও পরস্পরের প্রতি মর্যাদা প্রদর্শনের মাধ্যমে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান করে অংশীদার সব পক্ষের স্বার্থ সংরক্ষণে আমরা সচেষ্ট হব। আমাদের অভ্যন্তরীণ অনেক বিষয় নিয়ে এখনো

আন্তর্জাতিক মহলে অনেক ভুল–বোঝাবুঝি রয়ে গেছে। ভুল তথ্য দূর করে আফগানিস্তানের প্রকৃত মূল্যবোধ ও চিত্র তুলে ধরার প্রয়োজনীয়তা রয়ে গেছে। বিশেষ করে আমাদের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক সংবেদনশীলতাকে সামনে আনার ক্ষেত্রে আমাদের অধিকতর সতর্কতা দরকার। বিগত যে সরকারগুলোই এই সংবেদনশীলতার ভারসাম্য ঠিকমতো রক্ষা করতে

পারেনি, সেই সরকারই বিপদে পড়েছে। সাম্প্রতিক ইতিহাস আমাদের বারবার এই শিক্ষা দিয়েছে।

আমরা রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক চাপমুক্ত পরিমণ্ডলে সংলাপ ও মতবিনিময়ে বিশ্বাসী এবং যাবতীয় ভুল–বোঝাবুঝির অবসান ঘটিয়ে ব্যবহারিক সমাধানের পথ অন্বেষণে সচেষ্ট। অতীতের অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে, মানুষের ভোগান্তিকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করাটা কোনো সুফল বয়ে আনে না। আফগানিস্তানে চলমান মানবিক সংকট দূর করা আমাদের যৌথ নৈতিক দায়িত্ব। মানুষের কষ্ট ও ভোগান্তিকে ব্যবহার করে রাজনৈতিক ফায়দা হাসিল করা কোনো সভ্য চিন্তা সমর্থন করে, না নৈতিকভাবে তা ন্যায্যতা পায়।

আফগানিস্তানে চলমান অর্থনৈতিক সংকটের প্রাথমিক কারণ হলো যুক্তরাষ্ট্রের আরোপিত অবরোধ ও ব্যাংকিং নিষেধাজ্ঞা। এই মার্কিন নিষেধাজ্ঞার কারণে মানবিক সংকট মোকাবিলায় যথাযথভাবে সাড়া দেওয়া সম্ভব হয়নি। যুক্তরাষ্ট্র যখন আফগান জনগণের ওপর

থেকে সব ধরনের নিষেধাজ্ঞা তুলে নেবে, তখনই আফগান জনগণের মানবিক মর্যাদার প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের শ্রদ্ধা প্রমাণিত হবে। সেই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে, আফগানিস্তানের যে অর্থ যুক্তরাষ্ট্র জব্দ করেছে, তা মুক্ত করা এবং দোহা চুক্তির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে কাবুলের ওপর থেকে অর্থনৈতিক অবরোধ তুলে নেওয়া উচিত।

আমরা যুক্তরাষ্ট্রকে বারবার বলেছি, অবরোধ ও চাপ দিয়ে পারস্পরিক মতভিন্নতার সমাধান হয় না। আমরা সমঝোতা করে সমাধানে পট্টছাতে পারি। আমরা ওয়াশিংটনকে বলেছি, আফগানিস্তানের বার্থ রাষ্ট্রে পরিণত হওয়ার এবং সরকার ভেঙে পড়ার ইতিহাস আছে। বিশ্বের কোনো পরাশক্তির পক্ষে সে অবস্থা থেকে আফগানিস্তানকে রক্ষা করা সম্ভব হয়নি। এখন কথা হলো, আফগান সরকারকে দুর্বল করলে তার পরিণতি কী হবে? নিশ্চিতভাবে আফগান নাগরিকেরা খাদ্য ও চিকিৎসা সংকটের মতো মানবিক সংকটের মুখে পড়বে। এ সংকট আফগানিস্তানের সীমানায় আটকে থাকবে না।

এতে আবার দেশটিতে অস্থিরতা দেখা দেবে এবং প্রতিবেশী দেশগুলোতে শরণার্থীর স্রোত যেতে পারে। তাতে প্রতিবেশীরাও সংকটের মুখে পড়বে।

সবচেয়ে ভয়াবহ বিষয় হলো, গত দুই দশকে আফগান অর্থনীতির পুরোটাই বৈদেশিক সহায়তার ওপর নির্ভরশীল করে ফেলা হয়েছে। আচমকা সেই সহায়তা একেবারে বন্ধ হয়ে যাওয়ায় আফগান জনগণের মৌলিক চাহিদা পূরণে বাধার মুখে পড়তে হচ্ছে।

মনে করে দেখুন গত দুই দশকে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় ট্রিলিয়ন ট্রিলিয়ন ডলার খরচ করে আফগানিস্তানে লাখ লাখ সেনা পাঠিয়েও তারা তাদের উদ্দেশ্য পূরণ করতে পারেনি। আজকের দিনে এসেও তারা নতুন দিনের উদ্গাত অঙ্কুরকে স্বাগত না জানিয়ে অতীতেই পড়ে আছে। বর্তমান সরকারের ইতিবাচক পদক্ষেপগুলোর দিকে দৃষ্টি না দিয়ে শুধু অভিযোগ করা আর চাপ দেওয়ার নীতিই তারা আঁকড়ে আছে। কিন্তু তাদের এ বাস্তবতা মানতে হবে যে এক হাতে তালি বাজবে না।

কালান্তর সম্পাদকীয়

৫৬ বর্ষ ১৮২ সংখ্যা ৫ ২৭ চৈত্র ১৪২৯ ৫ মঙ্গলবার

অবস্থার পরিবর্তন হচ্ছে না

গত কয়েকদিন ধরে যে খবরগুলি বিশেষজ্ঞমহলে যোরাফেরা করছে তাহল—ভারতে জাতীয় আয় বৃদ্ধির অনুমান যা করা হয়েছিল তা থাকছে না, বিশ্ব বাজারে তেলের দাম কমার সুযোগ সাধারণ মানুষের হাত ছাড়া আর এখন ভূ-রাজনৈতিক চাপানউতের তেল উৎপাদনকারী দেশগুলি তেলের উৎপাদন কমিয়ে দিচ্ছে আর ফলত মূল্যবৃদ্ধি দেশের মানুষের নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে। অর্থাৎ সবদিক থেকেই মোদি অর্থনীতি সংকটের আবর্তে। দেখা যাচ্ছে বৃহত্তম শিল্পগোষ্ঠীগুলির হাতে পণ্যের দাম নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা থাকায় ভারতে জ্বালানি ও খাদ্য পণ্যার মত বাকি সমস্ত ক্ষেত্রের মূল্যবৃদ্ধির হার ধারাবাহিকভাবে মাথা তুলে রয়েছে। এই একচেটিয়া ক্ষমতা কমাতে বড় শিল্পগোষ্ঠীগুলিকে নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজন। মনে রাখতে হবে প্রয়োজন এবং কথা আর নিয়ন্ত্রণ করার জন্য চাই রাজনৈতিক সদিচ্ছা। সেই সদিচ্ছা মোদি সরকারের যে নেই তা বলার অপেক্ষা রাখে না। এক্ষেত্রে আদানি গোষ্ঠীর সঙ্গে মোদিজির সখ্যার কথা আজ কান্ধরই আজানা নয়। এই অবস্থায় কিন্তু মুনাফা বেড়েই চলেছে। তথ্য দেখাচ্ছে—উৎপাদন খরচের নিরিখে মুনাফার হার ২০১৫ সালের ১৮ শতাংশ থেকে বেড়ে ২০২১ সালে ৩৬ শতাংশ হয়েছে। একচেটিয়া ক্ষমতার অপব্যবহারের সুযোগ নিয়ে জিনিসপত্রের দাম বাড়ছে আর এই সংস্থাগুলি প্রতিযোগীদের তুলনায় দাম নিচ্ছে ১০-৩০ শতাংশ বেশি।

ঠিক এই সময়ে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক তার এপ্রিলের ঋণনীতিতে রেপোরেন্ট না বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে, এতে যদি মূল্যবৃদ্ধির হার কমে তবেই দেশের শ্রীবৃদ্ধি। কিন্তু রিজার্ভ ব্যাঙ্ক সে ভরসা দিতে পারছে না। বর্তমান পরিস্থিতিতে কঠিন মূল্যাবৃদ্ধিতে লাগাম পরানো। ঠিক এই সময়ে দেশের শ্রীবৃদ্ধি সম্পর্কে বিশ্বব্যাঙ্ক তাদের মত বদল করেছে, ডিসেম্বরে তাদের অনুমান ছিল এই হার ৬.৬ শতাংশ হবে কিন্তু ২০২২-২৩ শেষে তা ৬.৩ শতাংশ হবে বলে অনুমান। এডিবি ও সেই একই কথা বলছে। আর ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষ সম্পর্কে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বলছে প্রায় প্রতিটি ট্রেমাসিকেই দেশের শ্রীবৃদ্ধির হার কমবে এবং ২০২৩’র অক্টোবর ডিসেম্বরে তা ৬.১ শতাংশ হবে এবং জানুয়ারি-মার্চ, ২০২৪-এ তা কমে ৫.৯ শতাংশ হবে।

এক্ষেত্রে এডিবি মনে করছে যদি ভূ-রাজনৈতিক চাপানউতের বাড়ে তবে আন্তর্জাতিক বাজারে চাহিদা কমবে বলে অনিশ্চয়তা বাড়বে। যা ভারতের বৃদ্ধির হার কমানোর সঙ্গে সঙ্গে মূল্যবৃদ্ধি বাড়িয়ে দেবে। এর সঙ্গে যদি প্রকৃতির খামখেয়ালিপনা বৃদ্ধি পায় এবং চাষ ঠিকঠাক না হয় তবে খাদ্যপণ্যের দামও বাড়বে। তাই মোদি অর্থনীতিতে অবস্থার কোনও পরিবর্তন হওয়া কঠিন।

মুসলিম নিধনের যে নৃশংস দাঙ্গায় খালাস পেল হিন্দুরা

গীতা পাভে

উত্তরপ্রদেশ রাজ্যের এক বিচারিক আদালতের সাম্প্রতিক রায়ে ক্ষুদ্র ও হতশা ৩৬ বছর আগের মুসলিম গণহত্যার শিকার পরিবারগুলো। ওই গণহত্যার দায়ে অভিযুক্ত ৪১ জন হিন্দু পুরুষকে খালাস দিয়েছে আদালত। নৃশংস ওই হত্যাকাণ্ড ঘটেছিল ১৯৮৭ সালের ২৩ মে মীরাট শহরের উপকণ্ঠে মালিয়ানা নামে এক গ্রামে। ওই দাঙ্গার ঘটনায় হত্যা করা হয় ৭২জন মুসলিমকে। অভিযোগের তীর ছিল স্থানীয় হিন্দু এবং রাজ্যের সশস্ত্র পুলিশ বাহিনীর দিকে। ওই ঘটনাকে ভারতীয় গণতন্ত্রের জন্য ন্যাকারজনক বলে বর্ণনা করা হয়।

এখন সমালোচকরা বলছেন সেশন আদালতে শুক্রবারের এই রায় বিচারের নামে প্রহসন।

উত্তরপ্রদেশ পুলিশের একজন সাবেক মহাপরিচালক বিভূতি নারায়ণ রাই একে ব্যাখ্যা করেছেন রাজ্যের একটা চমক ব্যর্থতা হিসাবে।

বিবিসিকে তিনি বলেছেন, স্বার্থসংগঠিত সবগুলো মহল, যেমন পুলিশ, রাজনৈতিক নেতৃত্ব, একপেশে স্ববাদমাধ্যম এবং সবশেষে এখন আদালতও ক্ষতিগ্রস্তদের ন্যায়বিচার দিতে চরমভাবে ব্যর্থ হয়েছে।

রাই, এবং তার সঙ্গে উর্ধ্বতন একে স্বাংবাদিক কুরবান আলি, যিনি ওই দাঙ্গার ঘটনা ব্যাপকভাবে রিপোর্ট করেছিলেন, এছাড়াও ওই গণহত্যা থেকে প্রাপ্ত বেঁচে যাওয়া দুই ব্যক্তি এই মামলার যে মন্তব্য গতিতে চলছে তা নিয়ে অভিযোগ করে ২০২১ সালে এলাহাবাদ হাইকোর্টে একটি পিটিশন করেন।

তদন্ত প্রক্রিয়া গোড়া থেকেই ছিল ভুলে ভরা। এই মামলাও গড়িয়ে গড়িয়ে চলছিল সাড়ে তিন দশক ধরে। কাজেই আমরা নতুন করে তদন্তের নির্দেশ দেবার জন্য আদালতের কাছে আবেদন করেছিলাম। আবেদন করেছিলাম একটা ন্যায়বিচারের জন্য, যাতে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোকে ন্যায় ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়, জানান রাই।

আলি বলেন তাদের দাবিগুলোর মধ্যে অন্যতম ছিল ওই দাঙ্গায় পুলিশের ভূমিকা কী ছিল তা নতুন করে খতিয়ে দেখা। জীবিতদের অভিযোগ ছিল ওই সহিংসতা শুরু করেছিল প্রতিস্থাপিত আমট কল্টিবুলারি (পিএসি) নামে রাজ্যের একটি বিশেষ পুলিশ বাহিনীর সদস্যরা। ওই পুলিশ বাহিনী গঠন করা হয়েছিল বিদ্রোহ এবং ধর্মীয় ও জাতিগত বিরোধের ঘটনাগুলো মোকাবেলার লক্ষ্য নিয়ে।

অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশানাল সহ নাগরিক স্বাধীনতা বিষয়ক সংস্থাগুলো মালিয়ানার ওই দাঙ্গা বিষয়ে যেসব তথ্যপ্রমাণ সংগ্রহ করেছিল তাতে পিএসির জড়িত থাকার প্রমাণ তারা পেয়েছিল।

আলি আরও বলছেন যে অন্তত ৩৬টি মৃতদেহের ময়না তদন্তের যেসব রিপোর্ট আদালতে পেশ করা হয়েছিল তাতে তাদের শরীরে বুলেটের আঘাতের চিহ্ন আছে— এই ঘটনা যে সময়কার, তখন ওই গ্রামবাসীদের কারোর কাছেই বন্দুক ছিল না।

মালিয়ানার দাঙ্গায় পিএসি–র সদস্যদের জড়িত থাকার অভিযোগ নিয়ে বাহিনীর প্রতিক্রিয়া জানতে বিবিসি পিএসির সাথে যোগাযোগ করলে বাহিনীর একজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তা বলেন তিনি ওই ঘটনার বিষয়ে কথা বলার জন্য যথেষ্ট ওয়াকিবহাল নন। বাহিনীর প্রধানের কাছে প্রতিক্রিয়ার জন্য ইমেলও পাঠানো হয়।

হত্যাকাণ্ডের পর পুলিশ যেসব অভিযোগ নথিভুক্ত করে তাতে শুধু ৯৩ জন স্থানীয় হিন্দুর নাম ছিল অভিযুক্ত হিসাবে এদের মধ্যে ২৩ জন মামলা চলাকালীন সময়ে মারা গেছে এবং ৩১ জনের খোঁজই পাওয়া যায়নি।

মামলায় বিবাদী পক্ষের আইনজীবী ছোট্ট লাল বানসাল বিবিসিকে বলেন, বাধীপক্ষের মামলা টেকনি কার কারণ প্রধান সাক্ষী বলেন যে তিনি পুলিশের চাপের মুখে অভিযুক্তদের নাম দিয়েছিলেন এবং পুলিশ এমন চার ব্যক্তির নাম অভিযুক্তের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করেছিল, যারা ওই দাঙ্গার ৭৮ বছর আগেই মারা গেছে এবং এক ব্যক্তি ওই ঘটনার সময় গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় হাসপাতালে ছিল।

আগামী দিন কেমন হতে পারে জবাব কর্ণাটক থেকেই আসতে চলেছে

সৌম্য বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রথম আলোর নয়াদিল্লি প্রতিনিধি

আগামী পাঁচ সপ্তাহ ভারতের রাজনীতি আবদ্ধ থাকবে দক্ষিণি রাজ্য কর্ণাটকে। ১০ মে এ রাজ্যের বিধানসভার ২২৪টি আসনে ভোট। ফল বেরোবে ১৩ মে। সেদিনই বোঝা যাবে প্রায় এক দশক ধরে জাতীয় রাজনীতিতে নরেন্দ্র মোদির জনমোহিনী আকর্ষণ কতটা অটুট রয়েছে।

গোবলয়ের রাজ্যগুলোতে বিজেপি যত শক্তিশালী, কর্ণাটকে অবশ্যই ততটা নয়। উত্তর প্রদেশ বা গুজরাটের মতো প্রায় ফাঁকা মাঠে গোল তারা দক্ষিণের এ রাজ্যে দিতে পারে না। চার বছর আগে বিজেপির চাচুখের কাছে কংগ্রেস পরাস্ত হয়েছিল। জেডিএসের (জনতা দল সেক্যুলার) সঙ্গে তাদের জোট সরকারের পতন ঘটেছিল বছর ঘুরতে না ঘুরতেই। রাজ্যের তৃতীয় শক্তি জেডিএসের গুরুত্ব বাড়ে বিজেপি বা কংগ্রেস নিরক্ষুশ গরিষ্ঠতা না পেলে। ২০১৮ সালের ভোটে ৩৮ আসন জিতে তারা এমনই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। কংগ্রেসের সঙ্গে হাত মিলিয়ে সরকার গড়েছিল।

চলতি বছরের শেষে মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড় ও রাজস্থানের ভোটও উত্তেজনার খই ফোটাবে। বিরোধী ঐক্যের যে হাওয়া ক্ষীণ হলেও বইতে শুরু করেছে, তাতে তেলেঙ্গানাও যদি বিজেপির কাছে অধরা থেকে যায়, তাতে অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না। এই পাঁচ রাজ্য বিজেপিকে আশাহত করলে কিংবা অন্য দিক থেকে দেখলে কংগ্রেসহ বিরোধীদের হাত শক্ত করলে পরের বছর লোকসভা ভোট টানটান হয়ে উঠবে।

ভোটের দিনক্ষণ ঘোষণার দিনেই দুটি সংস্থা কর্ণাটক নিয়ে জনমত জরিপ প্রকাশ করেছে। এবিপি নিউজ-সি ভোটার সমীক্ষা বলছে, কংগ্রেস এবার একাই ক্ষমতা দখল করবে। এদের জরিপ অনুযায়ী কংগ্রেস পেতে পারে ১১৫ থেকে ১২৭টি আসন। বিজেপির আসনসংখ্যা ১১৯ থেকে নেমে যেতে পারে ৬৮ থেকে ৮০–তে। জেডিএস পেতে পারে ২৩ থেকে ৩৫টি আসন। ‘জি’ নিউজের সমীক্ষায় বিজেপি একক গরিষ্ঠ দল থাকবে। আসন কমে হবে ৯৬–১০৬। কংগ্রেস পাবে ৮৮–৯৮ আসন। জেডিএস ২৩–৩৩। এ সংস্থার জরিপ অনুযায়ী রাজ্যের ৫৯ শতাংশ জনতা মনে করছে ‘ভারত জোড়ো যাত্রা’ কংগ্রেসের পালে হাওয়া জুগিয়েছে। আবার ৭৯ শতাংশ জনতা মোদি সরকারের প্রকল্পে সন্তুষ্ট।

মোদি সরকারের প্রকল্পে বেশির ভাগ মানুষ সন্তুষ্ট হলে পালাবদলের জন্য কেন কংগ্রেসকে আবাহন করছে? এ প্রশ্নই মোক্ষম। এর মধ্য দিয়ে অনাস্থার প্রকাশ ঘটেছে। দুর্নীতির অভিযোগে সরকার বিব্রত ও বিস্মিত, কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব তার মোকাবিলা করতে পারেনি। সরাসরি ঘুষের টাকা নেওয়ার অপরাধে ধরা পড়েছেন বিজেপি বিধায়ক ও তাঁর পুত্র।

রাজ্যের ১৩ হাজার স্কুলের প্রতিনিয়িত্বকারী সংগঠন প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরে চিঠি পাঠিয়ে রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ এনেছে।

চেষ্টায় ক্রটি রাখছেন না মোদি–শাহ জুটি। প্রধানমন্ত্রী এ বছরে ইতিমধ্যে আটবার রাজ্য সফর করেছেন। নিজের তৈরি নিয়ম ভেঙে অশীতিপর নেতা সাবেক মুখ্যমন্ত্রী ইয়েদুরাঙ্গাকে দলের সর্বোচ্চ নীতিনির্ধারণক সংস্থা সংসদীয় বোর্ডের সদস্য করেছেন। অবিসংবাদিত এ লিঙ্গায়েত নেতাকে প্রচারে সামনে নিয়ে এসেছেন। ধর্মীয় মেরুকরণ চূড়ান্ত করতে মুসলমানদের জন্য নির্দিষ্ট ৪ শতাংশ সংরক্ষণ কোটা তুলে দেওয়া হয়েছে।

হিজাব–আজান বিতর্কের রেশ ধরে রেখে রাজ্য সভাপতি জানিয়েছেন, এবারের লড়াই টিপু সুলতানের বংশধরদের সঙ্গে হিন্দুত্ববাদের প্রবক্তা সাভারকরের অনুগামীদের। ভারতের অধিকাংশ রাজ্যের মতো কর্ণাটকের রাজনীতিও প্রধানত জাতভিত্তিক। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে দুই প্রতিষ্ঠিত সম্প্রদায় লিঙ্গায়েত ও ভোক্তালিগার বাইরে রয়েছে দলিত, তফসিল ও অনগ্রসরভুক্তরা। আর আছে মুসলমান সম্প্রদায়।

রাহুল গান্ধীর ‘মোদি’ পদবি বিতর্কে বিজেপি ‘অনগ্রসরদের অপমান’ বলে ব্যাপক প্রচারে নেমেছে। কর্ণাটকে এ অস্ত্র তারা ব্যবহার করছে তফসিল–অনগ্রসর সমাজের অদ্বিতীয় নেতা কংগ্রেসের সাবেক মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধারামাইয়ার প্রভাব খাটো করতে। কর্ণাটকে সিদ্ধারামাইয়া যেমন অনগ্রসর, তেমনই অনগ্রসর রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী অশোক গেহলট ও ছত্তিশগড়ের মুখ্যমন্ত্রী ভূপেশ বাঘেল।

কংগ্রেসের হয়ে আসরে নামছেন রাহুল নিজেই। চরকি যোরা ঘুরবেন। কোলার জেলার যে ময়দানি ভাষণের জেরে আজ তিনি সাবেক সংসদ সদস্য, সেখান থেকেই বুধবার শুরু করবেন কংগ্রেসের কর্ণাটক বিজয় অভিযান।

জাতভিত্তিক বিন্যাসে ভারসাম্য রাখতে ভোক্তালিগা ও অনগ্রসরদের পাশাপাশি ভূমিপুত্র দলিত মল্লিকার্জুন খাডগেকে সভাপতি বেছে নেওয়া কংগ্রেসের এক বড় পদক্ষেপ। এঁদের সঙ্গে মুসলমান সমর্থন ফোর্স মাল্টিপ্লায়ার হিসেবে কাজ করলে বিজেপি ভগ্ন মনোহর হয়ে কিরতে পারে।

কর্ণাটক সম্পদশালী রাজ্য। দেশের মোট জাতীয় উপাদনের ৮ শতাংশ এ রাজ্যের অবদান। বায়োপ্রযুক্তি, বিমান পরিবহণ, প্রতিরক্ষা উপাদান, তথ্যপ্রযুক্তিসহ বিভিন্ন শিল্প, কৃষি ও পর্যটনে এ রাজ্যের অবস্থান প্রথম সারিতে। এ রাজ্য দখল করার অর্থ প্রতিপক্ষের মোকাবিলায় শক্তির হওয়া।

মোদি–আদানি সম্পর্ক, রাহুলের সংসদ সদস্য পদ খারিজ, ইডি–সিবিআই–আয়কর বিভাগের আতঙ্ক সৃষ্টি, সার্বিক গণতন্ত্রহীনতা ও শাসকের স্বৈরাচারিতা জাতীয় স্তরে যে বিতর্কের জন্ম দিয়েছে, তার পরিণতি আগামী দিনে কেমন হতে পারে, সে প্রশ্নের জবাব কর্ণাটক থেকেই আসতে চলেছে।

মোহাম্মদ ইসমাইল বখশের, যদিও মীরাটের অন্যান্য জায়গা থেকে দাঙ্গার খবর আসছিল, কিন্তু তার পরিবার কখনও ভাবেনি তাদের লক্ষ্যবস্তু করা হবে। কারও সাথে আমাদের শত্রুতা ছিল না, কাজেই আমাদের কখনও দুশ্চিন্তা হানি।

দাগ। আমাদের মুসলিম কিছু প্রতিবেশি যারা গ্রামে বেঁচেছিলেন তারা কাছেই এক মাদ্রাসায় পালিয়ে গেছেন।

মোহাম্মদ ইসমাইল বখশের, যদিও মীরাটের অন্যান্য জায়গা থেকে দাঙ্গার খবর আসছিল, কিন্তু তার পরিবার কখনও ভাবেনি তাদের লক্ষ্যবস্তু করা হবে। কারও সাথে আমাদের শত্রুতা ছিল না, কাজেই আমাদের কখনও দুশ্চিন্তা হানি।

সাংবাদিক আলি আমাকে জানান তিনি যখন ওই গণহত্যার দুদিন পর গ্রামে ঢোকেন খবর সংগ্রহ করতে তিনি একটা জায়গা দেখেন যেটি একটা ধ্বংসস্থল...সব শুনশান, ভূতুড়ে।

বেশিরভাগ মুসলমান বাসিন্দা হয় মৃত, নয় বুলেটের আঘাতে আহত হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাহীন, নয় তারা পলাতক।

গ্রীষ্ম মরশুমে ওই সহিংসতার ঘটনা, তিনি জানান, কোনো বিচ্ছিন্ন একটা ঘটনা ছিল না। মীরাটে এই হত্যা যজ্ঞের কয়েক সপ্তাহ আগে ১৪ই এপ্রিল এক ধর্মীয় মিছিলের সময় দাঙ্গা বাঁধলে তার থেকে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা শুরু হয়। হিন্দু এবং মুসলিম দুই সম্প্রদায় মিলিয়ে জনা যারা মানুষ প্রাণ হারায়। কারফিউ জারি হয়। কিন্তু উত্তেজনা কমেনি। পরের বেশ কয়েক সপ্তাহে বিক্ষিপ্তভাবে বিভিন্ন জায়গায় দাঙ্গা হয়েছে।

সরকারি রেকর্ড অনুযায়ী, দাঙ্গায় নিহতের সংখ্যা ১৭৪। কিন্তু বেসরকারি খবরে বলা হয় দাঙ্গায় প্রাণ হারিয়েছে ৩৫০ জনের বেশি এবং কোটি কোটি টাকা বান্যমানের ক্ষতি হয়েছে।

রাই বলছেন, প্রথম দিকে দু পক্ষেই হতাহতের ঘটনা ঘটেছিল। কিন্তু পরের দিকে এটা মুসলমানদের নিশানা করে পুলিশ এবং পিএসি বাহিনীর সংঘবদ্ধ আক্রমণে পরিণত হয়।

মালিয়ানা হত্যাকাণ্ডের একদিন আগে ২২ মে, পিএসি বাহিনীর সদস্যরা কাছেই মাত্র ছয় কিলোমিটার দূরে মুসলিম অধ্যুষিত এলাকা হাশিমপুরায় চড়াও হয়।

তারা সেখানে থেকে ৪৮জনকে তুলে নিয়ে যায়। এদের মধ্যে ৪২জনকে গুলি করে হত্যা করা হয় এবং তাদের লাশ একটা নদী আর একটা খালে ছুঁড়ে ফেলে দেয়া হয়। ছয় জন প্রাপ্ত বেঁচে যায়, যাদের মুখ থেকে ওই নৃশংস হত্যাকাণ্ডের বিবরণ জানা যায়।

আলোকচিত্রে সাংবাদিক প্রাভিন জাইন যাকে পেটানো হয় এবং পুলিশ সেখান থেকে চলে যেতে বলে, তিনি একটা ঝোপের মধ্যে লুকিয়েছিলেন এবং সেখান থেকে তিনি মুসলিম পুরুষদের ওপর নির্ধাতনের ছবি তোলেন। তাদের রাস্তা দিয়ে মিছিল করে নিয়ে যাওয়ার ছবিও তিনি তোলেন।

আমি যখন সেখান থেকে চলে যাই, আমি জানতাম না তাদের হত্যা করার জন্য নিয়ে যাত্রা হচ্ছে, তিনি বিবিসিকে বলেন।

দিল্লি হাই কোর্ট ২০১৮ সালে হাশিমপুরা থেকে মুসলিমদের অপহরণ ও হত্যার দায়ে পিএসি–র ২৬জন সাবেক সদস্যকে দোষী সাব্যস্ত করে এবং তাদের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেয়। উত্তর প্রদেশের রাজধানী লখনৌর একজন উর্ধ্বতন সাংবাদিক শরত প্রধানের মনে আছে পিএসির বিরুদ্ধে সাম্প্রদায়িক ও মুসলমান–বিরোধী বলে ব্যাপক সমালোচনা ওঠার কথা।

পিএসির বেশিরভাগ সদস্যই ছিল হিন্দু। সেনাবাহিনীতে যেমন ধর্ম নিরপেক্ষতার প্রশিক্ষণ দেয়া হয় তেমন কোন প্রশিক্ষণ তাদের কখনই দেয়া হয়নি। প্রধান বলেন, হাশিমপুরা হত্যা যজ্ঞের ঘটনায় ন্যায়বিচার হয়েছিল তার চেয়েও দীর্ঘ সময় ছিল তার ছোট্ট বোনের। ১৯৮৭ সালে তিনি ছিলেন গাজিয়াবাদের পুলিশ সুপারিনটেনডেন্ট। নিহতদের লাশ এবং একজন জীবিতকে তখন উদ্ধার করা হয়েছিল গাজিয়াবাদ থেকে।

আলি বলছেন মালিয়ানা হত্যাকাণ্ডেরও কোনো একদিন ন্যায়বিচার হবে বলে তিনি আশা করেন। আমরা এই রায়কে হাইকোর্টে চ্যালেঞ্জ জানাবো। আমরা হাল ছাব না, তিনি আমাকে বলেন। এই মামলায় ন্যায়বিচার যে বিলম্বিত হয়েছে তাই নয়, ন্যায়বিচার প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে।

চাঁদের আলোয় উদ্ভাসিত /৩

একবুক অভিমান নিয়ে বসে থাকে মুসলিম সমাজ সুদীপ বসু

দুই বাঙালির মাঝে তখনও কাঁটাতার আসেনি। বাঙালি তখনও একই ‘পরাধীন রাষ্ট্র’র বাসিন্দা। তবু অদৃশ্য খড়ির গন্ডি যেন কেউ টেনে রেখেছে। সেই সময়, ১৯৪১ সালে এগার বাংলায় বসে ওপারের সাহিত্যিক আবুল ফজলকে চিঠি লিখছেন রবীন্দ্রনাথ। সদাই তিনি আবুল ফজলের লেখা ‘চৌচির’ উপন্যাসটি পাঠ করেছেন। ‘চৌচির’ পড়ার মুহূর্তা নিয়েই কলম ধরেনেন কবি। তারপর এমন কিছু কথা তিনি লিখছেন, যা দুই বাংলার সৃষ্টিশীল মানুষের কাছে চট্রার বিষয় হয়ে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথ আবুল ফজলকে লিখছেন, চাঁদের এক পৃষ্ঠায় আলো পড়ে না সে আমাদের অগোচর, তেমনি দুর্দৈবক্রমে বাংলাদেশের আধখানায় সাহিত্যের আলো যদি না পড়ে তাহলে আমরা বাংলাদেশকে চিনতে পারব না। না পারলে তার সঙ্গে ব্যবহারে ভুল ঘটতেই থাকবে। মুসলিম সমাজের পিছিয়ে পড়া, একটা নির্দিষ্ট পরিমণ্ডলের মধ্যে আটকে পড়া নিয়ে কবি যে চিন্তিত, এই পত্রে তা পরিষ্কার ধরা পড়েছিল। আবার

রবীন্দ্রনাথ মুসলিম সমাজ নিয়ে যথেষ্ট লেখেননি বলে, তাঁর প্রতি এ সমাজের অনেকের ক্ষোভ ছিল। আবুল ফজলের মতন সাহিত্যিক এবং মানবতাবাদীরা এক সময় মুসলিম সমাজের এই ক্ষোভ এবং অভিমান দূর করতে যথেষ্ট সচে্টুও হয়েছিলেন। তাঁরা বলেছিলেন, আকাশের চন্দ্র–সূর্য বাঙালি মুসলিম সমাজের জন্যে এমন কি করেছে। যাইহোক, কবি’র চিঠি পেয়ে অভিমানী আবুল ফজল কলম ধরলেন। ওপারের বৃকের ভেতর অভিমান জমতে জমতে হয়ত পাহাড়ের আকার ধারণ করেছে। কোনো পারই কাউকে বুঝে ওঠার চেষ্টা করেনি। কোনোদিনই না। রবীন্দ্রনাথের চিঠি পেয়ে আবুল ফজল লিখতে শুরু করলেন,আপনি লিখেছেন, বাংলাদেশের আধখানায় সাহিত্যের আলো পড়েনি। অতি কঠোর সত্য কথা। যদি বয়েদবি মনে না করেন, তবে একটা প্রশ্ন উত্থাপন করি। রবির কিরণে বিশ্ব আলোকিত হয়েছে। কিন্তু দুর্ভাগ্য আমাদের, এই আদখানা বাংলার মাটির আঙিনায় রবির আলোকপাত হলনা। শুনেছি, গল্পগুচ্ছের অনবদ্য গল্পগুলি শিলিহদহে আপনার জমিদারিতে বসেই লেখা, কিন্তু শিলিহদহের মুসলমান প্রজামণ্ডলী আপনার সাহিত্যের উপাদান হতে পারলো না....।

না। চিঠিটা লিখেও সেটা কবিকে পাঠাননি আবুল ফজল। হয়ত কবির মনে ব্যথা দিতে চাননি। কিম্বা বুঝেছিলেন, এর কোনো সমাধান সূত্র নেই। রবীন্দ্রনাথ অন্যত্র স্বীকারও করেছেন, এই মুসলিম সমাজ সম্পর্কে তিনি খুবই অল্পই জানেন। তাই এই অল্প জানা দিয়ে এই মুসলিম সমাজের অর্ন্তলোকের গভীরে প্রবেশ করতে চাননি। তাই এ সম্পর্কে মুসলিম লেখকদেরই এগিয়ে আসতে হবে। তবে আমাদের মনে রাখতে হবে, রবীন্দ্রনাথ বাঙালি জাতীয়তাবাদের শ্রেষ্ঠ রূপকার। আমাদের রুচি ও সৌন্দর্যবোধের নির্মাতা। বাঙালি মাত্রই তার মানস সন্তান। এই ভাবভাষী মানুষ মাত্রই তাঁর কাছে আমরা ঋণী। কিন্তু কবিকে নিয়ে বাঙালি মুসলিম সমাজের এই অভিমান কি যুক্তিযুক্ত? চিঠিতে আবুল ফজল তাঁর অভিমানের কথা লিখলেও, পরে তিনি এক্ষণও বলেছিলেন, কবি যখন মধ্যবয়সে দুর্নিবার গতিতে লিখে চলেছেন, সে সময়ে শিক্ষিত বাঙালি মুসলিম বুদ্ধিজীবী শ্রেণির আবির্ভাব হয়নি। ফলে কবির পক্ষে এই সমাজের অর্ন্তলোকে প্রবেশ করার সুযোগও আসেনি।

একথা তো ঠিক, কয়েকশো বছর ধরে বাংলায় হিন্দু মুসলিম শুধুই পাশাপাশি বাস করে এসেছে। তবু তাঁরা পরস্পরের প্রতি উদাসীনা। হিন্দুদের দীর্ঘদিনের অবহেলা, উপেক্ষা এবং ঘৃণা আর অন্যদিকে মুসলিমদের ধর্মীয় গোঁড়ামি একে অন্যের থেকে শুণ্ডই দূরেই সরায়নি, মাঝে কালাপাহাড় তুলে দিয়েছে।

বাংলাদেশের বিখ্যাত প্রাবন্ধিক মাহমুদুল বাসারের একটা লেখা পড়ছিলাম। তিনি লিখছেন,রবীন্দ্রনাথ মুসলমানদের নিয়ে কিছুই লেখেননি, ভাবেননি একথা নির্জলা মিথ্যা। যতটুকু লিখেছেন ততটুকুর মর্যাদা দেয়া হয়েছে কিনা মুসলমান সমাজ থেকে, তার উত্তর পাওয়া কঠিন। আর মুসলমান বলতে কোনো এক সংহত সম্প্রদায়কে বোঝায় না। তার অনেক রকম আছে। মুসলমানদেরও ভিন্ন ভিন্ন সমাজ আছে, ভিন্ন ভিন্ন গোত্র আছে, ভিন্ন ভিন্ন চিন্তা আছে। রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কেও সব মুসলমান এক রকম ভাবেন না। সাহিত্য, শিল্প, নৃত্য, চিত্র, যাত্রাঙ্গান, সিনেমাকে যেসব মুসলমান হারাম ভাবেন একথা, তাদের কাছে রবীন্দ্রনাথের কী মূল্য থাকতে পারে? মুসলমান সমাজে তো কালচারেরই বিস্তার ঘটেনি। সোমদ ওয়ালীউল্লাহ ‘লালসালু’ উপন্যাস বাঙালি মুসলমান সমাজের গোঁড়ামির যে চিত্র একেছেন, সে স্তর থেকে বাঙালি মুসলমান সমাজের খুব বেশি উন্নতি ঘটেনি...।

বাসার সাহেব যে আত্মসমীক্ষা করেছেন, দুর্ভাগ্য আমাদের, তা আজ আর কোনো সম্প্রদায়ের মধ্যেই দেখা যায়না। বঙ্গভূমি খণ্ডিত। কিন্তু বাঙালি সভ্যকেও আমরা নির্মমভাবে খণ্ডিত করে চলেছি। খণ্ডগুলোকেও ফুটিফুটি করে কেটে চলেছি। ১৯০৫ এর বঙ্গভঙ্গ, ৪৭–এর দ্বন্দ্বভাগ বাঙালি সভ্যকে বিভাজিত করতে প্ররোচিত করেছে। কিন্তু তারপরেও তো দুইপারের অনেকে সেই ফাঁদে পা দিতে চায়নি। অনেক ক্ষেত্রেই দুই পারের বৃকের মধ্যে উভয়ের প্রতি আবেগ চোখে পড়তো। কিন্তু আজ নব্যগল্পম্ের বাঙালির মধ্যে সেই আবেগের সামান্যই অস্পষ্টতা আছে। খণ্ডিত বাঙালি এখন নানান সূরে বেজে চলেছে। এই সূরের মধ্যে মিশেছে রাজনীতি। অভিমানের সূর আজ মুছে গিয়ে পড়ে রয়েছে ঘৃণা। সোশাল নেটওয়ার্কিং সাইটে নানাবিধ ইস্যুতে ‘কমেন্ট’গুলো পড়লে একটা কথাই মনে হবে, এতটা ঘৃণা আজ সবার মনের মধ্যে! এতটা?

আমি জানি, এই সোশ্যাল সাইটগুলোতে যে বাঙালির প্রতিচ্ছবি ধরা পড়ে, তার বাইরেও বহুবাঙালি দুইপারেরই আছেন। থাকটাই স্বাভাবিক। থাকটা বড় দরকারীতার বিদ্বজ্জন। তাঁরা এই দুঃসময়েও প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মে উদাসীনা। দুই বাংলার এইসব মানুষেরা কি পারেননা, সুস্থ দেশাত্তিক বাতাবরণকে তুলে ধরে ক্ষতগুলোকে সারিয়ে তুলতে? নাকি, পারম্পরিক হিংসা আজ এতই শক্তিশালী যে, আমরা একে অপরের প্রতি এভাবেই আক্রমণ প্রতি আক্রমণ করেই যাবো?

কিন্তু সমস্যাটা যে আজ আর দুই বাংলার মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। দুই বাংলার এক হওয়া ইহকালে আর সম্ভব নয়। কিন্তু এপারের বাংলার মধ্যেই আজ অনেকগুলো বাংলার জন্ম হয়ে গেছে। আজ আমরা নিজেরাই নিজেরের বিরুদ্ধে লড়াছি। নিজেরের কচুকাটা করছি। আর এতকিছুর পরেও মহান বিদ্বজ্জন বাঙালি দুয়ারে থির এতই বসে আছেন। না, থির এতই বসে থাকাতোও সমস্যা ছিল না। তার চেয়েও বড় সমস্যা হল, বিদ্বজ্জন বাঙালি এখন পক্ষ নিতে শিখে গেছে। একদিকে আসানসোল, অন্যদিকে বেডামজুর।

ডোমজুরে এবং আসানসোলে দুটো আলাদা সম্প্রদায়ের বৃকে রক্ত ঝরেছে। আশ্চর্য এই, আসানসোলের ঘটনায় যেসব বিদ্বজ্জন প্রতিদাদ করছেন, ডোমজুরে তাঁরা অস্ত্রত নীরতরা পালন করছিলেন। আবার ডোমজুরের ঘটনায় যাঁরা প্রতিবাদে ফেসবুক মাধ্যয় তুলেছিলেন, আজ তাঁরা আসানসোল উপভোগ করছেন। সমস্যা হল এটাই। আমরা এখন পক্ষ অবলম্বন করি। কিন্তু যে শিক্ষা, যে চেতনা দিয়ে আমরা সাম্প্রদায়িকতার বিষ বাড়াচেনার কথা বলি, সেই শিক্ষিত বিদ্বজ্জনের সর্ষেতেই তো এখন ভূত বসে আছেন।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর চিঠিতে সেদিন সাহিত্যিক আবুল ফজলকে এগার বাংলার আলোকিত হওয়ার কথা বলেছিলেন। কিন্তু যে ‘বাংলায়’ সাহিত্যে আলো পড়েছে, সেই বাংলার সমাজে কেন এত অন্ধকার ছিল কবি? আবুল ফজল সেদিন এপ্রশ্নটা তুলতেই পারতেন। আর চোখে বাঙালি যে আজ খণ্ডিত। রক্তাক্ত। সেই রক্তেই আগামী দিনে রাজনৈতিক দলগুলো হোলি খেলাব প্রস্তুতি নিতে চলেছে।

আইআইটি ক্যাম্পাস উদ্বোধনে মোদি খরচ করলেন সাড়ে ৯ কোটি

কর্নাটকে আরটিআই করলেন বিরোধীরা

বেঙ্গালুরু, ১০ এপ্রিলঃ এবছর মার্চ মাসে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির আইআইটি ধারণাডের নতুন ক্যাম্পাস উদ্বোধনে সরকারি কোষাগার থেকে খরচ হয়েছে ৯.৪৯ কোটি টাকা, আরটিআইয়ে উর্চ এল এমনই তথ্য। কর্নাটক বিধানসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে জাঁকজমকপূর্ণ এই উদ্বোধন অনুষ্ঠানে মোদি সে রাজ্যের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্প নিয়েও বেশ কিছু মন্তব্য করেন।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রহ্লাদ জোশী ও কর্নাটকের মুখ্যমন্ত্রী বাসবরাজ বোশ্‌মাইয়ের উপস্থিতিতে প্রায় দু-লক্ষেরও বেশি লোক অংশ নেন অনুষ্ঠানে। প্রধানমন্ত্রী যখন কর্নাটকের বাঁদিপুর ও তামিলনাড়ুর মুদুমলাই ন্যাশনাল পার্কে ভ্রমণ করছেন, সেসময়ই জেডিএসের হুর্কলি-ধারণাড জেলা সভাপতি গুনুরাজ হুনসাহিমারাদের করা আরটিআই আবেদনের ভিত্তিতে জেলা প্রশাসন জানায়, রাজ্য পরিবহণ নিগমের বাসে করে

Inaugural Function at IIT Paramnnt Campuss by Hon,ble Prime Minister of India Shri Narendra Modi ji on 12-03-2023 at@ Dharwad			
Sl No	Name of work	Nature of work	Amount
1	Asterix	Supply & Installation of Sound System LED Walls, CCTV & Other Works	40,01,404-00
2	Hubli Shamiyana Suppliers	Supply & nstallation of German Tent, Stage, Pental, Green Rooms, Baricades & Other Works	4,68,88,444-00
3	Balaji Decorators	Food Arrangements	86,64,967-00
4	Balaji Decorators	Branding Work	61,35,233-00
5	Balaji Decorators	Event Management & Other Works	8,66,246-00
6	NWKSRTC	Transportation (Supplying of Buses on Hire Charges)	২,৪১,৪১,৭৭৬-০০
Total Rs			9,49,40,270-00

আইআইটি ক্যাম্পাস উদ্বোধনে মোদি খরচ করলেন সাড়ে ৯ কোটি।

ফটোঃ সংগৃহীত

অংশগ্রহণকারীদের নিয়ে আসা ও পৌঁছে দেওয়ার জন্য সরকারের খরচ হয়েছে ২.৮৩ কোটি টাকা ও তাদের লাঞ্চ বাবদ ব্যয় হয়েছে ৮৬ লক্ষ টাকা।

সিসিটিভি ক্যামেরা, এলইডি আলো ও শব্দের ব্যবস্থা করতে সব মিলিয়ে মোট খরচ হয়েছে ৪০ লক্ষ টাকা ও মঞ্চসজ্জা, গ্রিনরুম, ব্যারিকেড এবং জার্মান তাঁবু খাটাতে লেগেছে ৪.৬৮

কোটি টাকা। এছাড়াও ব্র্যান্ডিং-এ খরচ হয়েছে আরও ৬১ লক্ষ টাকা। সরকারি ক্ষমতা এবং করদাতাদের টাকার অপচয়ে এহেন বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠান আয়োজন করার তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছেন হুনসাহিমারাদ।

তাঁর আরও অভিযোগ মার্চে নির্ধারিত অনুষ্ঠানের চার দিন পরে তিনি তথ্যের অধিকার আইনে আবেদন করেছিলেন

অথচ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের উত্তর দিতে সময় লাগল প্রায় একমাস।

সরকারি অনুষ্ঠান হওয়া সত্ত্বেও বিজেপি দলের পক্ষ থেকে ভিআইপি এবং ভিভিআইপি পাস বিলি করার ঘটনাতেও সরব হয়েছেন তিনি। বিরোধী দলগুলিও সরকারি টাকা পরোক্ষ মোদির ভোটপ্রচারে খরচ করা হয়েছে বলে অভিযোগ করেছে।

রাহুলের সাংসদ পদের টেলি যোগাযোগ কেটে দিল কেন্দ্র

ওয়েনাড়, ১০ এপ্রিলঃ সাংসদ-পদ খারিজ হয়ে গিয়েছে। কিন্তু লড়াই তাতে থেমে থাকছে না। এই বার্তা নিয়েই তাঁর সদ্য প্রাক্তন লোকসভা কেন্দ্র ওয়েনাড়ে যাচ্ছেন রাহুল গান্ধি। তবে রাহুল ওয়েনাড়ে পা রাখার আগেই কেবলের এই পাহাড়ি কেন্দ্রে বিতর্ক মাথা চাড়া দিয়েছে। ওয়েনাড় জেলার সদর কালপেটায় রাহুলের সাংসদ কার্যালয় রয়েছে কয়েক বছর ধরেই। নিজে যাওয়ার আগে তাঁর নির্বাচনী কেন্দ্রের মানুষের উদ্দেশে বার্তা পাঠিয়েছিলেন রাহুল। সেই বার্তা চিঠির আকারে বাড়ি বাড়ি পৌঁছে দেওয়া এবং হোয়াটসঅ্যাপে ছড়িয়ে দেওয়ার কর্মসূচি নিয়েছে কংগ্রেস। সাংসদ কার্যালয় থেকে তারই কাজ চলছিল।

দু’দিন আগে আচমকাই সেই কার্যালয়ের ফোন এবং ইন্টারনেট সংযোগ কেটে দেওয়া হয়েছে। বিএসএনএল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে জেলার কংগ্রেস নেতৃত্ব যোগাযোগ করার পরে তাঁদের শুনতে হয়েছে, সাংসদই নেই যখন, তাঁর কার্যালয়ের সংযোগ রেখে কী হবে! কংগ্রেস নেতাদের পাষ্টা বক্তব্য, ফোন এবং ইন্টারনেটের বিল যতক্ষণ দেওয়া হচ্ছে, ততক্ষণ সংযোগ থাকবে, এটাই স্বাভাবিক! কংগ্রেস নেতৃত্বের দাবি, কেন্দ্রীয় টেলি-যোগাযোগ মন্ত্রকের নির্দেশেই বিএসএনএল এমন পদক্ষেপ করেছে। কোড়িকোডের নেতা এবং কেরালা প্রদেশ কংগ্রেসের কার্যকরী সভাপতি টি সিদ্ধিকীর প্রশ্ন, সাংসদ-পদের মেয়াদ ফুরিয়ে যাওয়ার দু’বছর পরেও দিল্লিতে গুলাম নবী আজাদের বাংলা রয়ে গিয়েছে। কারণ, তিনি রাহুল গান্ধির সমালোচনা করেছেন! আর রাহুল যে হেতু প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও আদানিদের সম্পর্ক নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন, তাই তাঁর বাংলা রাতারাতি ছেড়ে দেওয়ার নোটিস দেওয়া হয়েছে। তার পরে সাংসদ কার্যালয়কেও অকেজো করে দেওয়ার চেষ্টা চলছে। গণপ্ৰচার এমনই হাল করেছে বিজেপি! কেরলের বাম নেতৃত্বও এমন পদক্ষেপের সমালোচনা করেছেন। বিজেপির কেরল রাজ্য সভাপতি কে সুব্রহ্মন্যন অবশ্য সরকারি বা প্রশাসনিক বিষয় আখ্যা দিয়ে সংযোগ ছিনের ঘটনা নিয়ে মন্তব্য করতে চাননি। এই বিতর্কের মধ্যেই কাল, মঙ্গলবার ওয়েনাড়ে পট্টহনোর কথা প্রাক্তন সাংসদ রাহুলের। কংগ্রেসের নেতৃত্বাধীন ফ্রন্ট ইউডিএফ সে দিন রাহুলকে সংবর্ধনা দেওয়ার জন্য বড়সড় পরিকল্পনা করেছে।

সূত্রের খবর, কালপেটায় রোড-শো হতে পারে রাহুলের। পরে কালপেটায় ওই সাংসদ কার্যালয়ের সামনেই জনসভা হওয়ার কথা। সেখানে থাকার কথা প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি কে সুধাকরণ-সহ দলের রাজ্য নেতৃত্বের। রাহুলের এই সফরকে ঘিরে যাবতীয় আয়োজনের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে ইউডিএফের ওয়েনাড় জেলা নেতৃত্বকে। সংশ্লি তিন জেলা ওয়েনাড়, কোড়িকোড এবং মল্লপ্পুরম থেকে কংগ্রেসের কর্মী-সমর্থকেরা আসবেন রাহুলের কর্মসূচিতে।

কংগ্রেসের প্রতিনিধিদের আসতে বলা হচ্ছে কাসারগোড, কান্নুর এবং পালাক্কাদ জেলা থেকেও। রাহুলের সভার আগেই তাঁর বার্তা ওয়েনাড় লোকসভা কেন্দ্রের সব মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টায় নেমেছে কংগ্রেস। ওই বার্তায় রাহুল বলেছেন, আরএসএস এবং বিজেপির বিরুদ্ধে তাঁর লড়াই জারি থাকবে। সাংসদ না থাকলেও সেই লড়াইয়ে কোনও ছেদ পড়বে না। আর ওয়েনাড়ের মানুষের যে কোনও সমস্যাও মোকাবিলা হবে যৌথভাবে।

মন্দিরে পূজোর সময়েই ভেঙে পড়ল গাছ, চাপা পড়ে

মৃত্যু ৭ জনের, আহত বহু



ধর্মীয় অনুষ্ঠান চলার সময়েই বৃষ্টির জেরে টিনের ছাউনির উপর ভেঙে পড়ল গাছ। ফটোঃ সংগৃহীত

মুম্বাই, ১০ এপ্রিলঃ ধর্মীয় অনুষ্ঠান চলার সময়েই মর্মান্তিক দুর্ঘটনা মহারাষ্ট্রের আকোলাতে। মুম্বলধারে বৃষ্টির জেরে টিনের ছাউনির উপর ভেঙে পড়ল গাছ। তাতেই মৃত্যু হয়েছে ৭ জনের, আহত হয়েছেন অন্তত ৫ জন। ঘটনাটি ঘটেছে রবিবার সন্ধ্যা সাতটা নাগাদ আকোলা জেলার পরাস এলাকার একটি মন্দিরের সামনে। মণ্ডিরে সেই সময় সন্ধ্যার পূজা হচ্ছিল, যা দেখতে ভিডি জমিয়েছিলেন ভক্তরা। তখনই মুম্বলধারে বৃষ্টি নামে, সঙ্গে প্রবল ঝোড়ো হাওয়া। বৃষ্টির হাত থেকে বাঁচতে মন্দিরের পাশেই টিনের ছাউনি দেওয়া

একটি ঘরে আশ্রয় নিয়েছিলেন অন্তত ৩৫-৪০ জন। সেই সময় ঝড়ের দাপটে সেই টিনের চালের উপর ভেঙে পড়ে একটি নিমগাছ। সঙ্গে সঙ্গে চাপা পড়ে যান সকলেই। উদ্ধার কাজ শুরু হওয়ার পর দেখা যায়, ৭ জনের মৃত্যু হয়েছে। আরও ৫ জন গুরুতর আহত হয়েছেন। তাঁদের উদ্ধার করে আকোলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।

ঘটনায় শোক প্রকাশ করেছেন মহারাষ্ট্রের উপমুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফডনবিশ। মৃতদের পরিবারগুলিকে সরকারের তরফে আর্থিক সহায়তা দেওয়ার কথা

ঘোষণা করেছেন তিনি। সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি পোস্টে দেবেন্দ্র লেখেন, কালেক্টর এবং পুলিশের সুপারিনটেনডেন্ট খবর পাওয়া মাত্রই ঘটনাস্থলে পৌঁছন। আহতদের চিকিসা ঠিক মতো হচ্ছে কিনা সে বিষয়ে দেখাশোনা করছেন তাঁরা। আহতদের কয়েকজনকে জেলা সাধারণ হাসপাতালে করা হয়েছে। যাদের চোট অল্প, তাঁদের চিকিসা চলছে বালাপুরে।

মুখ্যমন্ত্রী একনাথ শিন্ডে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, রাজ্যের এবং মুখ্যমন্ত্রী ত্রাণ তহবিল থেকে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হবে মৃতদের পরিবারকে।

আসন্ন ইদে বিজেপি সব রাজ্যে সুফি সংবাদ মহা

অভিযান শুরু করতে চলেছে

নয়াদিল্লি, ১০ এপ্রিলঃ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির শিক্ষাগত যোগ্যতা দেখতে চেয়ে আদালতের কাছে ২৫ হাজার টাকা জরিমানা দিতে হয়েছে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরীওয়ালকে। তবে এই বিষয়ে হাল ছাড়তে নারাজ কেজরীওয়ালের দল আম আদমি পার্টি (আপ)। তারা এই বিষয়টিকে উচ্চগ্রামে নিয়ে যেতে চাইছে। তারই অঙ্গ হিসাবে এ বার ডিপ্রি দেখাও প্রচার শুরু করল আপ। এই প্রচার কর্মসূচির সূচনা করেন আপ নেত্রী তথা দিল্লির শিক্ষামন্ত্রী অতিশী মারলেনা। তিনি নিজের শিক্ষাগত যোগ্যতার যাবতীয় নথি সংবাদ মাধ্যমের সামনে প্রকাশ করেন। আপনার তরফে বিজেপি-সহ অন্য দলগুলির নেতানেত্রীদেরও শিক্ষাগত যোগ্যতা প্রকাশ্যে আনার ডাক দেওয়া হয়েছে। আপনার তরফে বলা হচ্ছে, এই



ডিপ্রি দেখাও প্রচার শুরু করল আপ। তার আগে শিক্ষাগত যোগ্যতার সপক্ষে শংসাপত্র তুলে ধরে দেখাচ্ছেন আপ নেতারা। ফটোঃ পিটিআই।

কর্মসূচিতে দলের প্রত্যেক নেতাকর্মী তাঁদের শিক্ষাগত যোগ্যতা প্রকাশ্যে আনবেন। অতিশী সংবাদমাধ্যমের সামনে স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর স্তরের শংসাপত্র তুলে ধরেন। তিনি জানান দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতক স্তরের পড়াশোনা শেষ করে তিনি স্নাতকোত্তর স্তরের পাঠ নেন

অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। দলের এই কর্মসূচির ব্যাখ্যা দিয়ে অতিশী বলেন, কোনও নেতানেত্রী কোন কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পড়েছেন, সেটা বড় কথা নয়। কিন্তু কেউ জানেন দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতক স্তরের পড়াশোনা শেষ করে তিনি স্নাতকোত্তর স্তরের পাঠ নেন

উচিত। নেতানেত্রীদের শিক্ষাগত যোগ্যতার শংসাপত্র প্রকাশ্যে এলে পরবর্তী প্রজন্ম উসাহিত হবে বলেও দাবি করেন তিনি।এর আগে নির্বাচনী হলফনামায় মোদি জানিয়েছিলেন যে, তিনি গুরুত্বািত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এন্টারায়র পলিটিকাল সায়েন্স বিষয়ে স্নাতকোত্তরের ডিগ্রি অর্জন করেছিলেন। তথ্য জানার অধিকার আইনে মোদির শিক্ষাগত যোগ্যতার শংসাপত্র দেখতে চেয়ে আদালতের কাছে জরিমানা দিতে হয়

পাঞ্জাবে রাজনৈতিক দল গড়ল খ্রিস্টানরা

কংগ্রেসের অভিযোগ খ্রিস্টানদের পার্টি গড়ার পিছনে আছে বিজেপির হাত

অমৃতসর, ১০ এপ্রিলঃ পাঞ্জাবে নতুন একটি রাজনৈতিক দল জন্ম নিল। নতুন দলের নাম ইউনাইটেড পাঞ্জাব পার্টি। রবিবার ইস্টার সানডেতে লুধিয়ানার নামজাদা হোলি ফ্যামিলি চার্চে নতুন দলের কথা ঘোষণা করেন পাঞ্জাবের খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের নেতারা। দলের সভাপতি আলবার্ট দুয়া জানান, ১০ মে জলন্ধর লোকসভার উপনির্বাচনে তাঁরা লড়াই করবেন। পাঞ্জাবে চার্চের বিরুদ্ধে শিখ ধর্মাবলম্বীদের শীর্ষ সংগঠন শিরোমনি গুরুদ্বার প্রবন্ধক কমিটি ও অকাল তখত বেশ কিছুদিন ধরে ধর্মান্তরকরণের অভিযোগ করে আসছে। খ্রিস্টান সংগঠনগুলির বিরুদ্ধে শিখদের প্রতিষ্ঠানগুলির বক্তব্য, রাজ্যে খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীর সংখ্যা বাড়ছে। ধর্মান্তরকরণে মাদক চক্র জড়িত বলেও

অভিযোগ তাদের। এই অভিযোগের মুখে শিখদের পার্টি গড়ার সিদ্ধান্ত খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। দুয়ার বক্তব্য, খ্রিস্টানদের জন্য যে সব প্রতিশ্রুতির কথা এতদিন বলা হয়েছে তার কোনওটাই মানা হয়নি। নিজেদের স্বার্থ রক্ষায় তাই কোনও দলের উপরই আর ভরসা রাখতে পারছেন না। নিজেরাই তাই দল গড়ে নিলেন। এদিকে, কংগ্রেসের অভিযোগ, খ্রিস্টানদের পার্টি গড়ার পিছনে আছে বিজেপির হাত। কংগ্রেস নেতা প্রতাপ সিং বাজবার বক্তব্য, পাঞ্জাবে শিখ ভোটারে ৯০ ভাগ কংগ্রেস পায়। ১০ শতাংশ পাষা অকালি দল। কংগ্রেসের ভোট ব্যান্ডে থাকা বসাতেই শিখদের জন্য দল গড়া হল। নতুন দলের নেতারা ছদ্ম বিজেপি।

মাসখানেক পর আবার আগুনের গ্রাসে গোয়ার বনাঞ্চল রাতভর

অগ্নিকাণ্ডের পর পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে

পানজিম, ১০ এপ্রিলঃ মাসখানেক পর আবার ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড গোয়ার বনাঞ্চলে। রবিবার রাত্রে দক্ষিণ গোয়ার কোরপা দোনগোরের পাহাড়ি এলাকার জঙ্গলে আগুন ধরে যায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছন বন দফতরের আধিকারিক-সহ দমকল কর্মীরা। রাতভর আগুন নেভানোর চেষ্টা চালিয়ে যায় দমকলবাহিনী। অবশেষে সোমবার সকালে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে বলে বন দফতর সূত্রে খবর। বন দফতরের এক শীর্ষকর্তা সংবাদ মাধ্যমে জানিয়েছেন, কাণকোণ শহরে ঘটনাস্থল থেকে প্রায় ৮



এই অগ্নিকাণ্ডের কারণ জানতে তদন্তে নেমেছে বন দফতর।

ফটোঃ সংগৃহীত।

কিলোমিটার দূরে কাণকোণ-মারগাঁও জাতীয় সড়ক থেকে আগুনের লেলিহান শিখা দেখা গিয়েছে। ওই কর্তার কথায়,

রবিবার রাত্রে কোরপা দোনগোরের পাহাড়ি এলাকায় আচমকই আগুন লাগে। খবর পেয়ে আগুন নেভানোর কাজে

নামেন দমকল কর্মীরা। সোমবার সকালে তা নিয়ন্ত্রণে এসেছে। যদিও ওই এলাকায় এখনও ঝিকি ঝিকি আগুন জ্বলছে বলে জানিয়েছেন তিনি। এই অগ্নিকাণ্ডের কারণ জানতে তদন্তে নেমেছে বন দফতর। বন দফতর সূত্রে খবর, গত মাসে গোয়ার মহাদেহে অভয়াারণ্যে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড হয়েছিল। ৪ মার্চের ওই ঘটনায় মহাদেহে ছাড়া নেত্রাবলী এবং ভগবান মহাবীর অভয়ারণ্যের বিস্তীর্ণ অংশের বনাঞ্চল আগুনের গ্রাসে চলে যায়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে ভারতীয় বায়ুসেনা এবং নৌসেনারও সাহায্য নিয়েছিল বন দফতর।

গ্যাস সিলিন্ডার ফেটে ভয়াবহ আগুন নাগাল্যাভে, ঘরবাড়ি পুড়ে উদ্বাস্ত বহু

ডিমাপুর, ১০ এপ্রিলঃ নাগাল্যান্ডের বার্মা ক্যাম্পে ভয়াবহ আগুনের লাগার ঘটনায় ছড়িয়েছে চাঞ্চল্য। ঘরবাড়ি পুড়ে যাওয়ায় মাথার উপরের ছাদ হারিয়েছেন এলাকাবাসী। রবিবার দুপুর ১২টা নাগাদ নাগাল্যান্ডের ডিমাপুর জেলার বার্মা ক্যাম্পের পূর্ব র্লকে এই ঘটনাটি ঘটেছে। আগুনে পুড়ে মারা গিয়েছেন সত্তর বছরের এক বৃদ্ধ। আহতের সংখ্যাও বহু। এলাকায় ঝড়ের তৈরি প্রচুর বাড়ি ডিমাপুর জেলার বার্মা ক্যাম্পের সেই বাড়িগুলি পুড়ে নষ্ট হয়ে যায়। সংবাদ সংস্থা সূত্রে খবর, ঘরবাড়ি হারিয়ে উদ্বাস্ত হয়ে পড়েছেন ৯০০ জন বাসিন্দা। দমকল সূত্রে খবর, গ্যাস

সিলিন্ডার ফেটে ওই এলাকায় আগুন লেগেছিল। আগুন লাগার সঙ্গে সঙ্গে এলাকার আশপাশে তা ছড়িয়ে পড়ে। আগুনে পুড়ে মারা গিয়েছেন সত্তর বছরের এক বৃদ্ধ। আহতের সংখ্যাও বহু। এলাকায় ঝড়ের তৈরি প্রচুর বাড়ি ডিমাপুর জেলার বার্মা ক্যাম্পের সেই বাড়িগুলি পুড়ে নষ্ট হয়ে যায়। সংবাদ সংস্থা সূত্রে খবর, ঘরবাড়ি হারিয়ে উদ্বাস্ত হয়ে পড়েছেন ৯০০ জন বাসিন্দা। দমকল সূত্রে খবর, গ্যাস

ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন দমকল কর্মীরা। তিন ঘণ্টা ধরে আগুন নেভানোর চেষ্টার পর পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে। স্থানীয় বাসিন্দা সূত্রে খবর, লক্ষ লক্ষ টাকার সম্পত্তির ক্ষয়ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। কয়েকজন এখনও নিখোঁজ বলে দাবি করেছেন এলাকাবাসীরা। ২০১১ সালে নাকি ওই এলাকায় আগুন লেগেছিল। তিন জন ওই দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছিলেন।

জেলায় জেলায়

ভোটে হারার কারণে পথশ্রীতে উপেক্ষিত সাগরদীঘি

আনসার মোল্লা, বহরমপুর (মুর্শিদাবাদ) : সাগরদীঘির চন্দনবাটি থেকে পুরসভা হস্ট গোপালপুর মোড় পর্যন্ত প্রায় ৬ স্টেশন পর্যন্ত রাস্তাটি প্রায় ১২ কিমি দীর্ঘ। সেখান দিয়ে আজিমগঞ্জ ও সাগরদীঘি যাওয়ার রাস্তা জুড়ে বড় বড় গর্ত। গত কয়েক মাস ধরে অটো, টোটো এবং গাড়ি ওই রাস্তাও। অথচ ‘পথশ্রী’,

‘রাস্তাশ্রী’ প্রকল্পে মেরামতি বা নতুন করে তৈরির জন্য সেগুলির একটিকেও বেছে নেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ। সাগরদীঘির ১১টি গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে শুধু মোড়গ্রাম অঞ্চলের ৬টি রাস্তা বেছে নেওয়া হয়েছে কারণ এবারের উপনির্বাচনে এই অঞ্চল থেকেই তৃণমূল ভোট বেশি পেয়েছিল। বাকি রাস্তা তৈরির জন্য দায়ভার চাপিয়েছে বাম-কংগ্রেস জোট প্রার্থী বাইরন বিশ্বাসের উপর। এ নিয়ে রাজনৈতিক তরজাও শুরু হয়ে গিয়েছে সাগরদীঘি বিধানসভা জুড়ে। এ ব্যাপারে বিধায়ক বাইরন বিশ্বাসের প্রতিক্রিয়া আমি সবে তো বিধায়ক হয়েছেি। সাগরদীঘির ২০-২২টি রাস্তার বোহাল দশা দীর্ঘদিনের। সেখানেও তো তৃণমূল দল ভোট পেয়েছে। তাহলে কেন এমন ব্যবহার। ২০-২২টি রাস্তাই সংস্কারের জন্য আমি মুখ্যমন্ত্রীর কাছে সুপারিশ করব। যদি না হয় তাহলে আমাকে বিধানসভার সামনে ধর্মীয় বসতে হবে। সবচেয়ে বেশি রাস্তা হচ্ছে নবগ্রামে- ৩৮টি, খড়গ্রামে- ২৯টি, জঙ্গিপুরে - ২৮টি, সূতিও রঘুনাথগঞ্জে - ২৭টি, ফরাঙ্কায় - ২৪টি এবং সমশেরগঞ্জে ১৪টি বলে জানান তৃণমূল বিধায়ক খলিলুর রহমান। এনিয়ে কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক আমেনুল ইসলাম ও সিপিআই জেলা সম্পাদক হারাধন দাস জানান, সাগরদীঘিতে বহু রাস্তা খারাপ তা উঠে আসেনি পথশ্রী ও রাস্তাশ্রী প্রকল্পে। সাগরদীঘির হার মেনে নিতে পারছে না তৃণমূল। তাই প্রকল্প থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। এর জবাব মানুষ দেবে আগামী ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনে। এটাকে প্রতিহিংসা পরায়ণ বলে, তাই করছেন শাসকদল।

আইনি জটিলতায় দীর্ঘদিন বন্ধ সিউড়ি রেল সংলগ্ন উড়ালপুল

নিজস্ব সংবাদদাতা : আইনি জটিলতায় বীরভূমের সিউড়ির রেল সংলগ্ন উড়াল পুলের কাজ দীর্ঘদিন বন্ধ বলে অভিযোগ। রেলের এই কাজ বন্ধ থাকা নিয়ে স্থানীয় মানুষেরা প্রচণ্ড ক্ষুদ্দা। পবিত্র দাস নামে স্থানীয় এক ব্যক্তি রেলকে একটি চিঠি দেন। তার উত্তরে রেল জানিয়েছে, আইনি জটিলতা কাটিয়ে নতুন দরপত্র চাওয়া হয়েছে। সে কাজ শেষ হলেই উড়ালপুলের কাজ শুরু হবে। ফলে, আশায় বুক বাঁধছেন সিউড়িবাসী। সিউড়ি হাটজনবাজার সংলগ্ন রেলের প্রস্তাবিত উড়াল পথ তৈরিতে দেরি হওয়ার বিষয়টি নিয়ে স্থানীয় সাংসদ-সহ অনেকেই সরব হন। কারণ উড়ালপথ না থাকায় ওই জায়গায় নিয়মিত যানজটে চরম ভোগান্তি হয়। উড়ালপথ তৈরিতে দেরি হওয়ার জন্য স্থানীয়দের নানা অসুবিধার কথা তুলে ধরে রেলকেই চিঠি দিয়েছিলেন পবিত্র। চিঠিতে পবিত্র অভিযোগ

দণ্ডি বিতর্কে অপসারিত দলের মহিলা সভানেত্রী

সংবাদদাতা ঃ দক্ষিণ দিনাজপুরে দণ্ডি বিতর্কের জের। সরিয়ে দেওয়া হল জেলা মহিলা সভানেত্রী প্রদীপ্তা চক্রবর্তীকে। দায়িত্বে এবার স্নেহলতা হেমব্রম। শিয়রে পঞ্চায়েত ভোট। শুক্রবার রাতে বালুরঘাট শহরের কোট মোড় থেকে ১ কিমি পথ দণ্ডি কেটে তৃণমুলের জেলা কার্যালয়ে আসেন ৩ আদিবাসী। এরপর তাঁদের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দেন শাসকদলের মহিলা জেলা সভানেত্রী প্রদীপ্তা চক্রবর্তী। কেন এভাবে যোগদান? অভিযোগ, তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে যোগদান করেছিলেন ওই ৩ মহিলা। সেকারণেই নাকি প্রায়শ্চিত্ত করে ফের পুরানো দল ফিরলেন তাঁরা। এদিকে ৩ মহিলার দণ্ডি কাটার ভিডিয়ো ভাইরাল হয়ে যায় সোশ্যাল মিডিয়ায়। শুরু হয় তুমুল বিতর্ক। যাঁরা এমন কাণ্ড ঘটিয়েছে, তাঁদের শ্রেফতারের দাবি তোলে বিরোধীরা। বস্তুত, ঘটনার তীব্র নিন্দা করেন রাজ্যের তিন মন্ত্রী বীরবাহা হাঁসদা, মন্ত্রী শশী পাঁজা, মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। অবশেষে কড়া পদক্ষেপ করল তৃণমূল নেতৃত্ব। কী প্রতিক্রিয়া রাজনৈতিক মহলে? তৃণমূল নেতা জয়প্রকাশ মজুমদার বলেন, দল এইরকম ঘটনা অনুমোদন করেনি। যদিও যারা দণ্ডি কেটে ছিলেন, তাঁরা বলেছিলেন, আমরা স্বেচ্ছায় দণ্ডি কেটেছি। কিন্তু যিনি মহিলা সভাপতি ছিলেন, তার এটা বন্ধ করে উচিত ছিল। তাঁর বোঝানো উচিত ছিল যে, তোমরা ভুল করেছ। কিন্তু তৃণমূলে ফেরত আসলে সসম্মানে ফেরত আসবে। তৃণমূলে ফেরত আসার মানে এই নয় যে, প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে।

কুলতলিতে অস্ত্র সহ গ্রেফতার ১

সংবাদদাতা ঃ অস্ত্র নিয়ে ঘোরাঘুরি করছিলেন বাজারে? অভিযুক্তকে গ্রেফতার করল পুলিশ। ধৃতের কাছে পাওয়া গেল আগ্নেয়াস্ত্র ও কার্তুজ। ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনার কুলতলিতে। পুলিশ সূত্রের খবর, ধৃতের নাম সুকুমার সর্দার। বাড়ি, কুলতলিরই জালাবেড়িয়া এলাকায়। শনিবার রাতে হাতে আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে নাকি বেড়েরহাট ঘোরাঘুরি করছিলেন সুকুমার! এরপর খবর পেয়ে পুলিশ যখন ঘটনাস্থলে পৌঁছয়, তখন পালানোর চেষ্টা করেন তিনি। তারপর? রীতিমতো ধাওয়া করে গ্রেফতার করা হয় অভিযুক্তকে।

পঞ্চায়েত অফিস থেকে ল্যাপটপ চুরি? না তথ্য গরমিলের ফাঁস ঢাকতে উধাও

নিজস্ব সংবাদদাতা : অভিযোগ গ্রাম পঞ্চায়েত অফিস থেকে ল্যাপটপ চুরি হয়ে গেছে। কিন্তু স্থানীয়স্তরে এবং বিরোধীদের প্রশ্ন চুরি না তথ্যের গরমিল যাতে ফাঁস না হয় তার জন্য ল্যাপটপ সরিয়ে চুরির গল্প ফাঁদা হয়েছে। অভিযোগ, আবাস যোজনা ও ১০০ দিনের কাজের তালিকায় গরমিল ধরা পরে যাওয়ার ভয়েই ল্যাপটপ লোপাট করা হয়েছে। পঞ্চায়েত ভোটের আগে, ল্যাপটপ চুরি ঘিরে হাওড়ায় রহস্য বাড়ছে।

সম্প্রতি ডোমজুড়ের কলোড়া এক নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের অফিস থেকে একটি ল্যাপটপ চুরি গেছে। স্থানীয়দের অভিযোগ, আবাস যোজনা ও ১০০ দিনের কাজের তালিকায় গরমিল ধরা পরে যাওয়ার ভয়েই লোপাট করে দেওয়া হয় ল্যাপটপটি। অভিযোগ, সিসিটিভি বন্ধ করে, রীতিমতো পরিকল্পনা করে সরানো হয়েছে ল্যাপটপটি। ডোমজুড় থানা, বিডিও অফিস, জেলাশাসকের অফিস সহ একাধিক জায়গায় অভিযোগ দায়ের করেছেন গ্রামবাসীরা। চুরি যাওয়ার কথা স্বীকার করে নিলেও, তাতে কোনও হিসেব পত্র ছিল না বলে দাবি করেছে তৃণমূল পরিচালিত পঞ্চায়েত। এনিয়ে তুঙ্গে চাপানউতোর। হুগলির হরিপালের পর এবার হাওড়ার ডোমজুড়া পঞ্চায়েত ভোটের আগে ফের পঞ্চায়েত থেকে তথ্য লোপাটের অভিযোগ। হরিপালে পঞ্চায়েতে নথি চুরির অভিযোগ উঠেছিল। এবার ডোমজুড় পঞ্চায়েতে ল্যাপটপ চুরির অভিযোগ উঠল।

পঞ্চায়েত ভোটের আগে এই ঘটনা নিয়ে তৃণমূল

পরিচালিত পঞ্চায়েতকে নিশানা করেছে বিরোধীরা। ডোমজুড়ের বিজেপি নেতা ওমপ্রকাশ সিংহ বলেন, ‘পঞ্চায়েত ভোটের আগে কেন্দ্রীয় প্রকল্পের হিসেবে গরমিল ধরা পড়ে যাওয়ার ভয়ে ল্যাপটপ চুরি হয়েছে। সিসিটিভি ক্যামেরা বন্ধ ছিল মানে ভেতরের তৃণমুলের লোকেরা চুরি করেছে। বাইরের কেউ নয়। তৃণমুলের পঞ্চায়েত প্রধানের হাত থাকতে পারে। আর তৃণমূল মানে টেটালি ম্যানেজড বাই ক্রিমিনালস। প্রশাসনের তদন্ত করে দেখা উচিত।’ সিসিটিভি বন্ধ করে, চুরির কথা স্বীকার করে নিলেও, ল্যাপটপটিতে কোনও জরুরি তথ্য ছিল না বলে দাবি করেছেন প্রধান। কলোড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান নিলুকা মল্লিক বলেন, সিসিটিভি ক্যামেরা বন্ধ রেখে ল্যাপটপ চুরির কথা স্বীকার করেছেন। ওই ল্যাপটপে কোন গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ছিল না। সেটি কিছুদিন আগে কেনা হয়। এ ব্যাপারে ডোমজুড় থানার পুলিশ তদন্ত করছে।

কিন্তু পঞ্চায়েত অফিস তাল্য বন্ধ থাকা অবস্থায় কী করে চুরি গেল ল্যাপটপ? তাহলে কি সর্বের মধ্যেই ভূত? ডোমজুড় থানার পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করলেও এখনও পর্যন্ত তা উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি।

গত মাসেই, হুগলির হরিপালে তৃণমূল পরিচালিত নালিকুল পশ্চিম গ্রাম পঞ্চায়েতে আলমারি ভেঙে নথি চুরি হয়। অভিযোগ ওঠে, দুর্নীতি ঢাকতে পরিকল্পনা করে এই যড়যন্ত্র করা হয়েছে। এবার একই রকম ঘটনা ঘটল হাওড়ার কলোড়া গ্রাম পঞ্চায়েতে।

অশোকনগরে নাট্যকার কমল সেন-এর স্মরণ সভা

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ বিশিষ্ট নাট্যকার কমল সেন-এর স্মরণ সভা ৯ এপ্রিল উত্তর ২৪ পরগনার অশোকনগরের শক্তি সাধনা ক্লাব প্রাঙ্গনে অনুষ্ঠিত হয়। তিনি ৭৭ বছর বয়সে ২৬ মার্চ প্রয়াত হন। এই দিন স্মরণসভার আয়োজন করে অশোকনগর-কল্যাণগড় শিশু উৎসব কমিটি।

আজীবন বামপন্থী আদর্শে বিশ্বাসী কমল সেন সাংস্কৃতিক আন্দোলনের এক অগ্রণী সৈনিক ছিলেন। বিভিন্ন সাংস্কৃতিক আন্দোলন এবং সাংস্কৃতিক সংগঠনের পাশাপাশি তিনি অশোকনগর-কল্যাণগড় শিশু উৎসব কমিটির সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন। স্মরণ সভার শুরুতে তাঁর প্রতিকৃতিতে মালাদান ও পুষ্পার্ঘ্য দিয়ে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। এলাকার বহু সাংস্কৃতিক জগতের নাগরিকবৃন্দ স্মরণ সভায় উপস্থিত ছিলেন। স্থানীয় পৌরসভার প্রতিনিধি চিরঞ্জীব সরকার, শিশু উৎসব কমিটি, পশ্চিমবঙ্গ গণসংস্কৃতি পরিষদ, শক্তি সাধনা ক্লাব সহ স্থানীয় সাংস্কৃতিক সংস্থার প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। পরিবারের পক্ষ থেকে প্রয়াত কমল সেনের

স্ত্রী কুমকুম সেন ও কন্যা কোয়েল সেনগুপ্ত প্রতিকৃতিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। শোক প্রস্তাব পাঠ করেন শিশু উৎসবের অন্যতম যুগ্ম-সম্পাদক নাট্যকার তনয় মজুমদার এবং তা কমল সেন এর পরিবারের হাতে তুলে দেন শিশু উৎসব কমিটির হরিদাস কর ও বিক্রম দাস। শিশু শিল্পী স্বর্ণধীপ রায় অনুষ্ঠানে সংগীত পরিবেশন করেন। স্মৃতিচারণ করেন অনুষ্ঠানের সভাপতি বিজন রতন ভট্টাচার্য, অশোকনগর বিদ্যাসাগর বানীভবন হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক ডঃ মনোজ ঘোষ, শিশু উৎসব কমিটির সভাপতি মনীষী নন্দী, অশোকনগরের আইপিসিএর সভাপতি ডাঃ সুজন সেন এবং মৈনাক নাটা সংস্থা, অভিযাত্রী নাট্য সংস্থা, অশোকনগর অনুরণন, অশোকনগর নাট্যমুখ, অশোকনগর অর্ক, শক্তি সাধনা ক্লাবের পক্ষে যথাক্রমে বিদ্যুৎ মজুমদার, শুকদেব চ্যাটার্জি, কৌশিক সরখেল, দীপক নাগ, অভি চক্রবর্তী, অংশুপ্রিয় চ্যাটার্জি, মিহির মিত্র, সুতপেশ চ্যাটার্জি। স্মৃতি চারণে সবাই কমল সেনের নাটক রচনা,

নাট্যপ্রেম, সাংস্কৃতিক আন্দোলনে তাঁর অবদান এবং অন্যান্য গুণের কথা তুলে ধরেন। তাঁর লেখা নাটক সেই দর্পণ, আংকল্ টম , স্বীকারোক্তি, গল্প বলি শোন, মাদল প্রভৃতি নাট্যশ্রেমীদের মনে চিরস্থায়ী জায়গা করে নিয়েছে। ফ্যাসিবাদ ও ধর্মান্ধতার বিরুদ্ধে তাঁর লেখা বহু নাটক পশ্চিমবঙ্গার বিভিন্ন প্রান্তে অভিনীত হয়। তাঁর লেখা অন্যতম সেরা নাটক মাদল আজও বহু জায়গায় প্রশংসার সাথে নিয়মিত অভিনীত হচ্ছে । তাঁর লেখা বহু নাটক ও প্রবন্ধ শিশু উৎসব কমিটির সবুজ শৈশব, নারাদুনিয়াসহ বিভিন্ন পত্র পত্রিকাতে প্রকাশিত হয়েছে। নাট্য সংস্থা মৈনাক নাট্যগোষ্ঠী গুড়মাকে ক্ষেত্রে তিনি অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। সভায় সংগীতের মধ্য দিয়ে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন সঙ্গীতশিল্পী প্রসাদ দাশগুপ্ত । সভার শেষলগ্নে সুতপেশ চ্যাটার্জীর নেওয়া কমল সেনের শেষ সাক্ষাৎকারের অডিও ক্লিপ উপস্থিত দর্শকদের শোনানো হয়। স্মরণসভা সঞ্চালনা করেন তনয় মজুমদার।

মনীষা গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড
৪/৩ বি, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা -৭৩

Karl Marx Remembered : Editor : Philip S. Foner

Rs. 55.00

Somenath Lahiri Collected Writings :

Rise of Radicalism in Bengal

Rs. 15.00

Rise of Radicalism in Bengal

in the 19th Century : Satyendranath Pal

Rs. 190.00

Peasant Movement in India

Rs. 90.00

19th-20th Centuries : Sunil Sen

Political Movement in Murshidabad

Rs. 85.00

1920-1947 : Bishan Kr. Gupta

Forests and Tribals : N. G. Basu

Rs. 70.00

Essays on Indology

Birth Centenary tribute to Mahapandita

Rahula Sankrityayana :

Editor. Alaka Chattopadhyaya

Rs. 100.00

মনীষা গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড
৪/৩ বি, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা -৭৩

নিজস্ব প্রতিনিধি : নীলদর্পন নাটকের লেখক দীনবন্ধু মিত্রের বাড়ি হেরিটেজ তকমা পেলেও বাড়িটির উপর সরকারের কোন নজরদারি নেই বলে অভিযোগ। রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে ধ্বংসের পথে নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্রের বাসভবন। বনগাঁ শহর থেকে বাইশ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত চৌবেড়িয়া, দীনবন্ধু মিত্রের জন্মস্থান হিসাবে পরিচিত। এই এলাকায় নানাভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে বাংলা ইতিহাসের এক অবিস্মরণীয় অধ্যায়। জরাজীর্ণ অবস্থায় দাঁড়িয়ে রয়েছে এক ভগ্নপ্রায় প্রাচীন অট্টালিকা। কিন্তু তার প্রতিটি ইটে জড়িয়ে রয়েছে নানা ইতিহাস। সঠিক রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে কালের



জন্মদিন। কিন্তু কালের ইতিহাসে ক্রমশ বিলুপ্তির পথে তাঁর এই স্মৃতিচিহ্ন।

নিয়েছে। বাড়ির গা বেয়ে নেমেছে গাছের ঝুরি। হেরিটেজ হিসেবে গণ্য হলেও দেখে বোঝার উপায় নেই। বিশাল দরজাগুলি ক্ষয়ে গিয়েছে আর জানলা বলতে, এখন শুধুই আগাছা আর লতা-পাতা। বনগাঁ মহকুমার অন্তর্গত গোপালনগর থানার চৌবেড়িয়া গ্রামে দীনবন্ধু মিত্রের বাসভবনের অবশিষ্ট অংশ পড়ে রয়েছে তেরো কাঠা এলাকা জুড়ে। বনগাঁ শহর থেকে বাইশ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত চৌবেড়িয়া, দীনবন্ধু মিত্রের জন্মস্থান হিসাবে পরিচিত। এই এলাকায় নানাভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে বাংলা ইতিহাসের এক অবিস্মরণীয় অধ্যায়। দীনবন্ধু মিত্রের নামে রয়েছে স্কুল, রাস্তা। দীনবন্ধু মিত্রের

বর্তমান বংশধররা জানান, বাড়িটি হেরিটেজ হয়েছে অনেক আগেই, তবে হয়নি বাড়ি রক্ষণাবেক্ষণ বা সংস্কার। অবিলম্বে সরকারের তরফ থেকে বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে দেখে সংস্কার করা হোক এই সাহিত্যিকের বাসভবন, এমনই চাইছেন পরিবারের সদস্যরা। পাশাপাশি, মিত্র পরিবারের দাবি সরকার দীনবন্ধু মিত্রের জন্মদিন পালনের আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি দিক। হেরিটেজ বাড়িটি অবিলম্বে সংস্কার না করা হলে এক সময় হারিয়ে যাবে এই ঐতিহাসিক স্মৃতিচিহ্ন, এমনটাই দাবি এলাকার স্থানীয় বাসিন্দাদের। ইতিহাস রক্ষায় কতটা সদর্থক ভূমিকা পালন করে জেলা প্রশাসন, এখন সেটাই দেখার।

বাংলাদেশে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন বাতিলের দাবিতে বাম ছাত্র সংগঠনের বিক্ষোভ

ঢাকা, ১০ এপ্রিল : জনগণের নিরাপত্তার জন্য নয়, ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন করা হয়েছে শাসকশ্রেণির নিরাপত্তার জন্য। এর মাধ্যমে স্বাধীনভাবে মতপ্রকাশের অধিকার খর্ব করা হয়েছে। এই আইন নাগরিকের সাংবিধানিক অধিকার হরণ করছে। পক্ষান্তরে এই আইন দেশের দুর্বৃত্তগোষ্ঠী ও লুটেরা গোষ্ঠীর দায়মুক্তির আইনে পরিণত হয়েছে। আইনটি পুরোপুরি বাতিল করতে হবে। বাংলাদেশে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন বাতিলের দাবিছে বামপন্থী ছাত্র সংগঠনগুলো আয়োজিত ছাত্রজনতার এক সমাবেশে সমাবেশে বিশিষ্টজনবোরা এমন দাবি জানিয়েছেন। শুক্রবার বিকেলে রাজধানী ঢাকার শাহবাগের জাতীয় জাদুঘরের সামনে বামপন্থী ছাত্রসংগঠনগুলোর মোর্চা গণতান্ত্রিক ছাত্র জোটের আয়োজনে এ সমাবেশ হয়।বামপন্থী ছাত্রসংগঠন গুলোর মোর্চা গণতান্ত্রিক ছাত্র জোটের সমন্বয়ক ও গণতান্ত্রিক ছাত্র কাউন্সিলের সভাপতি ছায়েদুল হকের সঞ্চালনায় সমাবেশে বক্তব্য রাখেন, গণতান্ত্রিক জোটের সমন্বয়ক বজলুর রশীদ ফিরোজ, অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক আনু মুহাম্মদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের অধ্যাপক তানজীমউদ্দীন খান, দৈনিক সমকালের উপদেষ্টা সম্পাদক সাংবাদিক আবু সাঈদ খান, জাতীয় মুক্তি কাউন্সিলের সাধারণ সম্পাদক ফয়জুল হাকিম, চিকিৎসক হারুন আর রশীদ, লেখক ও গবেষক মাহা মির্জা, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক মীম আরাফাত প্রমুখ। এছাড়াও শিক্ষক, রাজনীতিক, চিকিৎসক, সাংবাদিক, গবেষক ও ছাত্রনেতারা সমাবেশে বক্তৃতা করেন। বিভিন্ন ছাত্র ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের নেতা-কর্মীরাও এতে



প্র্যাকর্ড হাতে বিক্ষোভ দেখাচ্ছে ছাত্ররা।

 ফটো : সংগৃহীত

অংশ নেন। সমাবেশে বক্তব্যের ফাঁকে ফাঁকে চলে প্রতিবাদী গান ও কবিতা আবৃত্তি। সমাবেশে থেকে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন বাতিল, নওগাঁ জেলায় র‍্যাব হেফাজতে সুলতানা জেসমিনের মৃত্যুর ঘটনায় বিচারবিভাগীয় তদন্ত ও বিচার এবং ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের সব মামলা প্রত্যাহার ও প্রেশ্তার ব্যক্তিদের মুক্তির দাবিতে গণস্বাক্ষর সংগ্রহ কার্যক্রম শুরুর ঘোষণা দেওয়া হয়। সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন অর্থনীতিবিদ আনু মুহাম্মদ। সভাপতির বক্তব্যে আনু মুহাম্মদ বলেন, ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে বিভিন্ন ধারায় পরিস্কারভাবে বলা হয়েছে, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, সংসদ সদস্য, উন্নয়ন প্রকল্প, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, বিদেশি রাষ্ট্র যদি বাংলাদেশের ওপর ভয়ংকর আগ্রাসনও চালায় কিংবা ক্ষতিরের বিভিন্ন চুক্তিতে আবদ্ধ হয় তার বিরুদ্ধেও কথা বলা যাবে না। সুতরাং এটি নিরাপত্তা দিচ্ছে তাদের, যারা বাংলাদেশের জনগণের শত্রুপক্ষ। এটা বাংলাদেশের দুর্বৃত্তগোষ্ঠী ও লুটেরা গোষ্ঠীর জন্য এক ধরনের দায়মুক্তির আইন। আনু মুহাম্মদ আরও বলেন, ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন জবরদস্তিমূলক শাসনের সহায়ক। এটা দুর্বৃত্ত ও

লুটেরা গোষ্ঠীকে রক্ষার জন্য এ ধরনের আইন করা হয়েছে। এ রকম আইন আরও আছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের অধ্যাপক তানজীমউদ্দীন খান বলেন, আমরা ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের কথা বলছি। নাম ডিজিটাল কিন্তু এটাও এক ধরনের পশ্চাগামীতা। সেই ডিজিটালের আড়ালে রয়েছে আরেক পশ্চাদগামী আইন অফিসিয়াল সিক্রেটস অ্যাক্ট, যেটা হয়েছিল ১৯২৬ সালে। একটি পত্রিকার নিবন্ধন বাতিলের জন্য আমাদের নায়ক-নায়িকা, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা দাঁড়ান। যারা তীর্থের মন্ত্ণগালয়, সংসদ সদস্য, উন্নয়ন, নির্বাচনের মনোনয়নের দিকে তাকিয়ে থাকেন। ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের সমালোচনা করে তানজীমউদ্দীন খান আরও বলেন, এই আইনের মাধ্যমে রাষ্ট্রের ওপর জনগণের মালিকানা হারানোর ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হয়েছে। নাগরিকদের ঐক্যবদ্ধভাবে এই আইনের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর আহ্বান জানান তিনি। দৈনিক সমকালের উপদেষ্টা সম্পাদক সাংবাদিক আবু সাঈদ খান বলেন, এই আইন মানুষের নিরাপত্তা তো দূরের কথা, মানুষের নিরাপত্তা

হরণ করছে। কথা বলার স্বাধীনতা, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা এমনকি জীবনের স্বাধীনতাও খর্ব করছে। মুশতাক ও জেসমিন জীবন দিয়েছে। সংবাদ পরিবেশন করা গণতান্ত্রিক অধিকার। দেশের এই অবস্থায় যারা না খেয়ে আছে দিনমজুরেরা যারা কষ্টে আছে। তাদের এই কষ্টের জন্য যারা দায়ী, ব্যাংক লুটপাট করে রাষ্ট্রীয় সম্পদ লুটপাট করে যারা মানুষের জীবন দুর্বিষহ করে তুলেছে, আজকে তারাই দায়ী, নাকি খবর যারা তাদের ভুলত্রুটি, অনিয়ম, দুর্নীতির সমালোচনা করা আমাদের সাংবিধানিক অধিকার, গণতান্ত্রিক অধিকার। ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন সে অধিকার কেড়ে নিয়েছে। তিনি এ আইন বাতিলের দাবি জানান। আবু সাঈদ খান আরও বলেন, ক্ষমতাসীনদের সমালোচনা করা জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার। কিন্তু ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন সেই অধিকার কেড়ে নিয়েছে। এটা মানুষের কথা বলার স্বাধীনতা হরণ করছে। এটি স্পষ্টতই

নিবর্তনমূলক আইন। এটি বাতিলের দাবিতে সবাইকে রাজপথে নামতে হবে। এই আইন পুরোপুরি বাতিলের দাবি করেছেন বাম গণতান্ত্রিক জোটের সমন্বয়ক বজলুর রশীদ ফিরোজ। তিনি বলেন, বাক-স্বাধীনতা, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের বিশ্বাসী মানুষেরা শুরুতেই ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের বিরোধিতা করেছিলেন। কিন্তু সরকার একগুঁয়েভাবে এটি প্রণয়ন করেছে। সরকারের মন্ত্রী ও সংসদ সদস্যদের সমালোচনার জন্যও এই আইনে মামলা হয়েছে। বেশির ভাগ মামলার বাদী শাসক দলের নেতা-কর্মীরা। লেখক ও গবেষক মাহা মির্জা বলেন, ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন একটা অস্বুত আইন, যে আইনে বেশির ভাগ মামলা হয়েছে মধ্যরাতে। এ প্রসঙ্গে তিনি প্রথম আলোর সাংবাদিক শামসুজ্জামানের বিরুদ্ধে করা মামলার কথা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, তারা চুরি-লুটপাট-পীড়ন করতে পারবে, সেগুলো বলা যাবে না। ভাবের কষ্টের কথা বলাও নাকি স্বাধীনতা বিরোধী! নিপীড়নমূলক এই আইন সংস্কার নয়, অবিলম্বে বাতিল করতে হবে। এই আইনের আওতায় যারা জেলহাজতে কষ্ট ও নির্বাতনের শিকার হচ্ছেন, তাঁদের সবাইকে অবিলম্বে মুক্তি দিতে হবে। উল্লেখ্য, গত বছরের ডিসেম্বরে বামপন্থী ছাত্রসংগঠনগুলোর মোর্চা গণতান্ত্রিক ছাত্র জোট আত্মপ্রকাশ করেছে। এই জোটের শরিক ছাত্র সংগঠনগুলো হচ্ছে, বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন, সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট (বাসদ), সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট (মার্ক্সবাদী), বিপ্লবী ছাত্র মৈত্রী, গণতান্ত্রিক ছাত্র কাউন্সিল, ছাত্র ফেডারেশন (জাতীয় মুক্তি কাউন্সিল), বিপ্লবী ছাত্র-যুব আন্দোলন এবং বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ রয়েছে।

আলপসে তুষারধসে নিহত ৪

প্যারিস, ১০ এপ্রিল : আলপস পর্বতমালার ফ্রান্সের অংশে তুষারধসের ঘটনা ঘটেছে। সর্বোচ্চ শৃঙ্গ মঁ র্ল্লঁর কাছে তুষারধসে এখন পর্যন্ত চারজনের মরদেহ উদ্ধার করেছে উদ্ধারকারী দল। এখনো উদ্ধারকাজ চলছে। উদ্ধার করা মরদেহগুলোর পরিচয় জানা যায়নি। নয়জনকে আহত অবস্থায় হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। আরও কেউ আটকে আছেন কি না, তা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। লম্বা সপ্তাহান্তে বহু মানুষ বেড়াতে গিয়েছিলেন আলপসে। ভিড় জমেছিল শ্যামোনিঙ্গে। এটি মঁ র্ল্লাঁ যাওয়ার বেস ক্যাম্প। এখান থেকে বহু মানুষ আলপসে স্কি করতে যান। রবিবারও অনেকেই স্কি করতে ওপরে গিয়েছিলেন। আর তখনই ঘটে দুর্ঘটনা। তুষারধস নামে আহমস হিমবাহে। ভয়াবহ তুষারধসে বহু মানুষ নিখোঁজ হয়ে যান। ধস নামা থামার পর দ্রুত সেখানে দুটি উদ্ধারকারী হেলিকপ্টার পাঠানো হয়। নিচ থেকেও একটি দলকে ওপরে পাঠানো হয়।প্রায় সাড়ে ১১ হাজার ফুট উচ্চতায় এ হিমবাহ। স্কি করার আদর্শ জায়গা। বিশেষজ্ঞদের বক্তব্য, হিমবাহ থেকে একটি বড় অংশ ধসে পড়ে যান। লম্বায় যা প্রায় হাজার মিটার এবং চওড়ায় ১০০ মিটার। আবহাওয়া পরিবর্তনের জন্যই এমনটা হয়েছে বলে তাঁরা জানিয়েছেন। আহমস হিমবাহটি শ্যামোনিঙ্গ থেকে ৩০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। এবং সে কারণেই এটি একটি নামকরা পর্যটন স্থান। বহু মানুষ এখানে বেড়াতে আসেন।

পাকিস্তানে বোমা বিস্ফোরণে পুলিশসহ নিহত ৪

ইসলামাবাদ, ১০ এপ্রিল : পাকিস্তানে শক্তিশালী বোমা বিস্ফোরণে দুই পুলিশ কর্মকর্তাসহ অন্তত চারজন নিহত হয়েছে। আহত হয়েছেন আরও ১৫ জন। সোমবার কোয়েটার শাহরাহ-ই-ইকবাল এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। এসএসপি অপারেশন অবসরপ্রাপ্ত ক্যাপ্টেন জোহাইব মহসিন জানান, পুলিশের একটি গাড়ি লক্ষ্য করে এই বিস্ফোরণ ঘটানো হয়। বিস্ফোরক একটি মোটরসাইকেলে রাখা ছিল। তিনি জানান, আহতদের মধ্যে নারী এবং শিশুও রয়েছে। তাদের দ্রুত কোয়েটার সিভিল হাসপাতালে পাঠানো হয়। আহতদের মধ্যে দুজনের অবস্থা গুরুতর। জোহাইব মহসিন বলেন, প্রাথমিক তথ্যমতে, বিস্ফোরণে তিন থেকে চার কেঁজি বিস্ফোরক ব্যবহার করা হয়েছে। বিস্ফোরণের একটি পুলিশ ভ্যানসহ দুটি গাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। টিভি ফুটেজে দেখা যায়, পুলিশের একটি ক্ষতিগ্রস্ত গাড়ি ঘিরে রেখেছেন বেশ কয়েকজন পুলিশ সদস্য। ঘটনাস্থল থেকে বেশ কয়েকটি অ্যান্ডুলেল চলে যেতেও দেখা গেছে। জিও নিউজের খবরে বলা হয়েছে, এ ঘটনায় অন্তত ১৫ জন আহত হয়েছেন। নিহতদের মধ্যে একটি শিশু রয়েছে। তাদের মরদেহ সিভিল হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়েছে বলে জানিয়েছে স্থানীয় প্রশাসন। হতাহতের সংখ্যাটি কাতারভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আল-জাজিরাকে নিশ্চিত করেছে। সিভিল হাসপাতালের মুখপাত্র ওয়াসিম বেগ। তিনি বলেছেন, শহরের কান্দহারি বাজার এলাকায় পুলিশের একটি গাড়ি লক্ষ্য করে হামলা চালানো হয়।

নিহতদের মধ্যে দু’জন পুলিশ কর্মকর্তা, একটি মেয়ে ও আরেকজন অসামরিক ব্যক্তি রয়েছে।

গ্রিস ও মাল্টার মধ্যকার সমুদ্রে ৪০০ অভিবাসনপ্রত্যাশী নিয়ে ভাসছে নৌযান



নৌযানটির আরোহীরা মৃত্যুর ঝুঁকিতে রয়েছেন বলে জানায় সি-ওয়াচ ইন্টারন্যাশনাল ।

 ফটো : সি-ওয়াচ ইন্টারন্যাশনালের টুইটার থেকে নেওয়া

এথেন্স, ১০ এপ্রিল : প্রায় ৪০০ জন অভিবাসনপ্রত্যাশী নিয়ে একটি নৌযান গ্রিস ও মাল্টার মধ্যকার সমুদ্রে ভাসছে। নৌযানটিতে জল উঠছে। সহায়তাকারী সংস্থা অ্যালার্ম ফোন রবিবার এ তথ্য জানিয়েছে। অ্যালার্ম ফোন টুইটারে বলেছে, সমুদ্রে ভাসতে থাকা নৌযানটি থেকে তারা একটি কল পেয়েছে। তারা ইতিমধ্যে বিষয়টি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অবহিত করেছে। কিন্তু কর্তৃপক্ষ এখন পর্যন্ত উদ্ধার অভিযান শুরু করেনি। অভিবাসনপ্রত্যাশীদের নিয়ে নৌযানটি লিবিয়ার টোটরক উপকূল থেকে ছেড়ে যায় বলে জানায় অ্যালার্ম ফোন। সংস্থাটি বলেছে, নৌযানটি এখন মাল্টার অনুসন্ধান ও উদ্ধার এলাকায় (এসএআর) রয়েছে।জার্মানভিত্তিক সংস্থা সি-ওয়াচ ইন্টারন্যাশনালের টুইটার অ্যাকাউন্টে বলা হয়, তারা নৌযানটিকে খুঁজে পেয়েছে। নৌযানটির কাছাকাছি এলাকায় পণ্যবাহী দুটি জাহাজ রয়েছে। সি-ওয়াচ ইন্টারন্যাশনাল আরও জানায়, মাল্টার কর্তৃপক্ষ এই পণ্যবাহী জাহাজ দুটিকে উদ্ধার কাজ না করার জন্য নির্দেশ দিয়েছে। তবে তারা নৌযানটিতে জ্বালানি সরবরাহ করতে একটি জাহাজকে নির্দেশনা দিয়েছে। নৌযানটির আরোহীরা মৃত্যুর ঝুঁকিতে রয়েছেন। এ ব্যাপারে ইউরোপীয় ইউনিয়নকে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছে সি-ওয়াচ ইন্টারন্যাশনাল।এ বিষয়ে বক্তব্য জানতে মাল্টার কর্তৃপক্ষের সঙ্গে তাৎক্ষণিকভাবে যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি বলে জানায় রয়টার্স। অ্যালার্ম ফোন বলেছে, তারা জেনেছে, নৌযানটিতে থাকা লোকজন আতঙ্কিত হয়ে পড়েছেন। তাঁদের মধ্যে বেশ কয়েকজনের চিকিসা দরকার। নৌযানটির জ্বালানি শেষ হয়ে গেছে। নৌযানের নিচের অংশ (ডেক) জলে পূর্ণ হয়ে গেছে। নৌযানটির চালক চলে গেছেন। ফলে নৌযানটি চালাতে পারেন, এমন কেউ এখন নেই। জার্মান-ভিত্তিক আরেকটি এনজিও রেসকিউশিপ রোববার জানায়, ভূমধ্যসাগরে পৃথক একটি নৌযানডুবির ঘটনায় কমপক্ষে ২৩ জন অভিবাসনপ্রত্যাশী মারা গেছেন।গত সপ্তাহে ডক্টরস উইলউট বর্ডারস (এমএসএফ) মাল্টা উপকূল থেকে ৪৪০ জন অভিবাসনপ্রত্যাশীকে উদ্ধার করেছিল।

ফ্রান্সে ভবন ধ্বংসে নিহত ৫, ধ্বংসস্থপে আটজন আটকা থাকার আশঙ্কা



ধ্বংসপ্রাপ্ত ভবনগুলি থেকে আটকে পড়া মানুষদের উদ্ধার করা হচ্ছে।

 ফটো : রয়টার্স

প্যারিস, ১০ এপ্রিল : ফ্রান্সের দক্ষিণাঞ্চলের মারসেইল শহরে বিস্ফোরণে দুটি ভবন ধসে গেছে। ধারণা করা হচ্ছে, ভবনের ধ্বংসস্থপে আটকা পড়েছে আটজন। স্থানীয় কর্মকর্তারা এমন তথ্য জানিয়েছেন। মারসেইলির কৌসুলি ডমিনিক লরেল বলেছেন, বিস্ফোরণের কারণ জানা যায়নি। ডমিনিক লরেল সংবাদ সম্মেলনে বলেছেন, ভবনটি ধসে যাওয়ার পর আগুন লেগে যায়। এতে উদ্ধার কাজ ও তদন্ত কঠিন হয়ে পড়েছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনা যায়নি। টেলিভিশন ফুটেজে দেখা গেছে, ধ্বংসস্থপ থেকে রোঁয়া উঠছে। অগ্নিনির্বাপকর্মীরা আগুন নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করছেন। ভবনের নিচে আটকা মানুষদের খুঁজতে প্রশিক্ষিত কুকুর ব্যবহার করা হচ্ছে।রোল্যান্ড হিসেবে নিজের পরিচয় দেওয়া এক ব্যক্তি লা প্রোভেন্স পত্রিকাকে দেওয়া এক সাক্ষাকারে বলেন, আমাদের কিছুই নেই। এমনকি আমাদের পরিচয়পত্রও হারিয়ে গেছে। আমাদের সব হারিয়েছে। ভবনের ধ্বংসস্থপ থেকে স্ত্রী ও দুই সন্তানকে নিয়ে বেরিয়ে আসতে পেরেছেন ওই ব্যক্তি। দুটি ভবন ধসে পড়ার পর আরেকটি ভবনও আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। আশঙ্কাজনক অবস্থায় পাঁচজনকে হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে।

তবে তাঁদের কারও গুরুতর আঘাত ছিল না। স্বাস্থ্যমন্ত্রী জেরাল্ড দারমানিন ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন। ওই এলাকার ৩০টি ভবন থেকে মানুষকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে বলে জানান তিনি। ২০১৮ সালে দুর্ঘটনাস্থল থেকে এক কিলোমিটার দূরে তিনটি ভবনকে বাসস্থানের অনুপযোগী হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। এসব ভবন ধসে সে সময় আটজন নিহত হন। কৌসুলি বলেছেন, রবিবার যে ভবনগুলো ধসে পড়েছে, সেগুলোয় কাঠামোগত কোনো জটিলতা ছিল না। ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট এমানুয়েল ম্যক্রোঁ মারসেইলির ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের পাশে আছেন বলে টুইটে জানিয়েছেন।

রিয়াম্‌থ, ১০ এপ্রিল : স্থায়ী যুদ্ধবিরতিতে পৌঁছানোর লক্ষ্যে সৌদি আরবের একটি প্রতিনিধিদল ইয়েমেনের রাজধানী সানায় হুতি বিদ্রোহীদের সঙ্গে আলোচনা শুরু করতে যাচ্ছে। এর মধ্যস্থতা করছে ওমান। দেশটির একটি প্রতিনিধিদলও সানায় অবস্থান করছে। ইয়েমেন সরকারকে হটিয়ে ২০১৫ সাল থেকে সানার নিয়ন্ত্রণ নেয় হুতি বিদ্রোহীরা। এরপরই হুতি ও সরকারকে সমর্থনকারী সৌদি নেতৃত্বাধীন জোটের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হয়।

সৌদি আরবের পক্ষ থেকে কোনো আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেওয়া হয়নি। তবে হুতি বিদ্রোহী পরিচালিত সংবাদ সংস্থা সাবা বলেছে, বর্তমানে সানায় সৌদি ও ওমানের প্রতিনিধিদল অবস্থান করছে। একটি ফাঁস হওয়া ছবিতে হুতি নেতা মোহাম্মদ আলী আল-হুতিকে সৌদি নেতার সঙ্গে হাত মেলাতে দেখা যায়। তবে তাঁর মুখ অস্পষ্ট ছিল। এতে ইয়েমেনে যুদ্ধের অবসান ঘটানো

পারে, এমন একটি চুক্তিতে পৌঁছানোর জন্য উভয় পক্ষের ইচ্ছার আরেকটি উল্লেখযোগ্য চিহ্ন হিসেবে দেখা হচ্ছে। এখনো কোনো আনুষ্ঠানিক ঘোষণা না এলেও এ মাসের শেষেই চুক্তিতে পৌঁছানোর আশা করছে উভয় পক্ষ।বার্তা সংস্থা রয়টার্স জানায়, হুতি সুপ্রিম পলিটিক্যাল কাউন্সিলের প্রেসিডেন্ট মাহদি আল-মাশাতের সঙ্গে সফররত প্রতিনিধিদলের বৈঠক হবে। বৈঠকে অবরোধ প্রত্যাহার, আগ্রাসনের অবসান, ইয়েমেনি জনগণের অধিকার পুনরুদ্ধারসহ বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা হবে। বিবিসি জানায়, চুক্তির এই পর্যায়ে দুই পক্ষ পারস্পরিক আত্মবিশ্বাস তৈরির ব্যবস্থা এগিয়ে নিতে সম্মত হয়েছে। এর মধ্যে বন্দী বিনিময় ও আমদানি নিষেধাজ্ঞা শিথিল করার মতো নানা বিষয় যুক্ত হয়েছে। ইরান ও সৌদি আরবের মধ্যে চিনের মধ্যস্থতায় কূটনৈতিক চুক্তির পর মধ্যপ্রাচ্যে বড় ধরনের পরিবর্তনের আভাস পাওয়া



ইয়েমেন সরকারকে হটিয়ে ২০১৫ সাল থেকে সানার নিয়ন্ত্রণ নেয় হুতি বিদ্রোহী র‍্যাক‌ইল ।

 ফটো : রয়টার্স

যাচ্ছে। এর মধ্যে সর্বশেষ সৌদি ও হুতিদের মধ্যে চুক্তির বিষয়টি সামনে এসেছে। কয়েক বছরের বৈরিতা শেষে গত মাঝেই ইরান ও সৌদি আরব তাদের কূটনৈতিক দূরত্ব ঘোচানোর ব্যাপারে সম্মত হয়। দুই দেশের মধ্যকার কূটনৈতিক দূতাবাসগুলো নতুন করে চালুর ব্যাপারে সমঝোতা হয়। চিনের বেইজিংয়ে দুই দেশের প্রতিনিধিদলের মধ্যে বৈঠকে প্রেসিডেন্ট সি চিন পিংয়ের

সহায়তায় চুক্তিটি হয়েছিল। এরপর দুই দেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রীরাও চিনের রাজধানী বেইজিংয়ে বৈঠক করেছেন। ইরানে নতুন করে দূতাবাস খোলার ব্যাপারে আলোচনা করতে সৌদি কর্মকর্তারা তেহরানে পৌঁছেছেন।

মধ্যপ্রাচ্যে এ দুই আঞ্চলিক শক্তির মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্ক পুনঃস্থাপনে চীনের মধ্যস্থতায় হওয়া চুক্তির আওতায় তেহরানে দূতাবাস ও মাশহাদে কনসুলেট

খোলা নিয়ে আলোচনা হবে। গত শনিবার সৌদি আরবের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এমন তথ্য জানিয়েছে। এদিকে সৌদি আরব গত শনিবার ১৩ জন হুতি বন্দীকে মুক্তি দিয়েছে। হুতি বিদ্রোহীদের এক মুখপাত্র এই তথ্য দিয়েছেন বলে জানায় আল-জাজিরা। হুতি কর্মকর্তা আবদুল-কাদের আল-মুর্তজা টুইটারে বলেন, মুক্তি পাওয়া ১৩ জন হুতি বন্দী সানায় এসেছেন। হুতিরা আগে এক সৌদি বন্দীকে মুক্তি দেয়। এর বিনিময়ে ১৩ হুতি বন্দীদের মুক্তি দিয়েছে সৌদি। হুতি বিদ্রোহীরা কবে সৌদির বন্দীকে মুক্তি দিয়েছে, তা উল্লেখ করেননি আবদুল-কাদের। এ বিষয়ে সৌদি সরকারের কাছ থেকে তাৎক্ষণিক কোনো মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

বড় ধরনের বন্দী বিনিময়ের ব্যাপারে বিবদমান পক্ষগুলোর মধ্যে একটি সমঝোতা হয়েছে। এই সমঝোতা পুরোপুরি বাস্তবায়নের আগে ১৩ জন হুতি বন্দীকে মুক্তি দিল সৌদি।

রোম, ১০ এপ্রিল : ইতালীয় ভূমিশিল্পী দারিও গ্যাস্থারিন ভেরোনার কল্লাতালনের মঞ্চভূমিতে ট্রাক্টর ব্যবহার করে কিংবদন্তি চিত্রশিল্পী পাবলো পিকাসোর একটি প্রতিকৃতি তৈরি করেছেন। তাঁর দাবি, স্প্যানিশ শিল্পীর যে প্রতিকৃতি তিনি তৈরি করেছেন, সেটি তাঁর বিশ্বেশ বৃহত্তম ভূমি প্রতিকৃতি। তিনি পিকাসোর ১৯০৭ সালে সৃষ্টি করা আত্মপ্রকৃতি থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে ভূমিতে এ প্রতিকৃতি তৈরি করেছেন।



চিত্রশিল্পী পাবলো পিকাসোর প্রতিকৃতি।

 ফটো : রয়টার্স

বিশ্ব শতাব্দীর সবচেয়ে প্রভাবশালী চিত্রশিল্পীদের একজন পাবলো পিকাসো। তাঁর জন্ম ১৮৮১ সালের ২৫ অক্টোবর দক্ষিণ স্পেনের

জয়ের সম্পূর্ণ কৃতিত্ব রিঙ্কুকেই দিলেন নাইট ক্যাপ্টেন রানা

মুম্বাই, ১০ এপ্রিল : গুজরাট টাইটানস এবং কলকাতা নাইট রাইডার্সের মধ্যে আমদাবাদে খেলা হয়েছিল। উত্তেজনাপূর্ণ এই ম্যাচে কেকেআর দল দারুণ একটা ম্যাচ জিতে ছিল। দলের হয়ে শেষ ওভারে মিডল অর্ডারে নেমে বিস্ফোরক ব্যাটিং করেছিলেন রিঙ্কু সিং। তাঁর ঝড়ো ব্যাটিং-এর দৌলতে অসম্ভবকে সম্ভব করে দেখাল কলকাতা নাইট রাইডার্স। তিনি প্রতিপক্ষ দলের ফাস্ট বোলার যশ দয়ালকে টার্গেট করেন এবং তাঁর ওভারে টানা পাঁচটি ছক্কা মেরে দলকে জয় এনে দেন। ম্যাচ চলাকালীন তিনি মোট ২১টি বলের মোকাবেলা করেছিলেন। এ দিকে, তাঁর ব্যাট ২২৮.৫৭ স্ট্রাইক রেটে ৪৮ রানের অপরাজিত ইনিংস উপহার পায় কলকাতা। এই ম্যাচে তাঁর ব্যাট থেকে একটি চার ও ছয়টি ছক্কা আসে।

এদিনের ম্যাচে কেকেআর-কে উইনিং ট্র্যাকে আনতে প্রথম কাজটি করেছিলেন বেস্টটেশ আইয়ার। দলের হয়ে তিন নম্বরে ব্যাট করার সময় তিনি মোট ৪০টি বলের মোকাবেলা করেন। এই সময় তাঁর ব্যাট থেকে ২০৭.৫০ স্ট্রাইক রেটে ৮৩ রানের একটি ইনিংস আসে। আইয়ার তাঁর দুর্দান্ত ইনিংসে মোট আটটি চার এবং পাঁচটি আকাশছোঁয়া ছক্কা মেরেছিলেন। নিয়মিত অধিনায়ক হার্দিক পাণ্ডিয়ার অনুপস্থিতিতে, জিটি-র নেতৃত্বে থাকা রশিদ খান আমদাবাদে টস জিতে প্রথমে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নেন। তাঁর সিদ্ধান্তও সঠিক প্রমাণিত হয়েছিল। জিটি-র দল নির্ধারিত ওভারে চার উইকেট হারিয়ে ২০৪ রান তুলতে সক্ষম হয়।

দলের হয়ে ২৪ বলে ৬৩ রানের অপরাজিত ইনিংস খেলেন

বিজয় শঙ্কর। এর বাইরে তিন নম্বরে ব্যাট করার সময় সাই সুদর্শন মোট ৬৮ বল মোকাবেলা করেছিলেন। তিনি সেই সময়ে ১৩৯.৪৭ স্ট্রাইক রেটে ৫৩ রানের ইনিংস খেলেছিলেন। লক্ষ্য তাড়া করার সময়, বেস্টটেশ আইয়ার এবং রিঙ্কু সিংয়ের জ্বলন্ত ব্যাটিংয়ের কারণে কেকেআরের দল এই জয় অর্জন করে। দুই ব্যাটসম্যান ছাড়াও কেকেআরেই হয়ে অধিনায়ক নীতিশ রানা ২৯ বলে ৪৫ রান করেন। তবে ম্যাচের পরে জয়ের সম্পূর্ণ কৃতিত্ব রিঙ্কু সিং-কেই দিলেন নাইটদের ক্যাপ্টেন নীতিশ রানা। তিনি ভুলেই গেলেন যে রিঙ্কুর আগে জয়ের ভিত তৈরি করেছিলেন বেস্টটেশ আইয়ার।

কলকাতা নাইট রাইডার্সের অধিনায়ক নীতিশ রানা বলেন,

আমাদের বিশ্বাস ছিল, কারণ গত বছর রিঙ্কু একই রকম কিছু

করেছিল, যদিও আমরা জিততে পারিনি। দ্বিতীয় ছয়ের পরে, আমরা আরও বিশ্বাস করতে শুরু করি কারণ যশ দয়ালও ভালো পারফর্ম করছিলেন না। আপনি এই ভাবে একশ ম্যাচের মধ্যে একটি জিতেছেন। আমরা ১৮ ওভারের জন্য ভালো বল করছিলাম কিন্তু শেষের দিকে ভালো বল করতে পারিনি। ব্যাটিং বিভাগেও আমরা রশিদ ও জিটিকে খেলায় ফেরার অনুমতি দিয়েছিলাম। এই ফলাফল, যদিও, শুধুমাত্র রিঙ্কু এবং তাঁর প্রতিভার ফলেই পাওয়া গিয়েছে। লোকেরা আমাদের জিজ্ঞাসা করেছিল কেন রিঙ্কু বড় ভূমিকা পালন করে না। এটা যদি তার সেকেন্ডারি রোল হয়, তাহলে ভাবুন একটা প্রাথমিক ভূমিকায় সে কী করতে পারে। রিঙ্কুর ইনিংস বর্ণনা করার ভাষা আমার কাছে নেই।

প্রথম ওয়ার্ল্ড ট্যুর সুপার ৩০০’র শিরোপা জিতলেন প্রিয়াংশু রাজাওয়াত

মুম্বাই, ১০ এপ্রিল : কেরিয়ারের প্রথম বিডব্লুএফ আয়োজিত ওয়ার্ল্ড ট্যুর সুপার ৩০০’র শিরোপা জিতলেন ভারতীয় শাটলার প্রিয়াংশু রাজাওয়াত। ফাইনালে ডেনমার্কের ম্যাগনাস জোনাসনের বিরুদ্ধে মুখোমুখি হয়েছিলেন তিনি। তাঁকে হারিয়েই কেরিয়ারের প্রথম ওয়ার্ল্ড ট্যুর সুপার ৩০০’র শিরোপা জিতলেন তিনি। রবিবারেই অরলিয়ান মাস্টার্সের ফাইনালে খেলতে নেমেছিলেন তিনি। আর সেই ফাইনাল জিতেই করলেন স্বপ্নপূরণ।

বিশ্ব ক্রমতালিকায় ৪৯ নম্বরে থাকা জোনাসনের বিরুদ্ধে তুল্য মূল্য লড়াই লড়তে হল তাঁকে। তিন গেমের হাড্ডাহাড্ডি লড়াই শেষেই শিরোপা জিতলেন তিনি। খেলার ফল প্রিয়াংশুর পক্ষে ২১-১৫, ১৯-২১, ২১-১৬। ৬৮ মিনিটের হাড্ডাহাড্ডি লড়াই শেষে শিরোপা জিতলেন তিনি। ২১ বছর বয়সি ভারতীয় শাটলারের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত পর্যায়ে এটাই সবথেকে বড় জয়। এর আগে অবশ্য তিনি ঐতিহাসিক থমাস কাপজয়ী ভারতীয় দলের সদস্য ছিলেন। ২০২২ সালে থমাস কাপ জিতেছিল ভারতীয় দল।

অরলিয়ান ওপেনের ফাইনালের এবারের দুই প্রতিযোগীই উঠে এসেছিলেন কোয়ালিফায়ার থেকে। এদিন দুই প্রতিযোগীই দুর্দান্ত খেলেন। ডুপ শট, ভলি, স্ম্যাশে একে অপরকে করে তোলেন ব্যতিবাস্ত। তবে প্রিয়াংশু এদিন অনেক বেশি ‘উইনার ’ মারতে সক্ষম হন। আর ফাইনালে দুই প্রতিযোগীর মধ্যে পার্থক্য গড়ে দেয় এটাই।

প্রথম গেম জিতে শুরুটা দুর্দান্তভাবে করেন প্রিয়াংশু। কিন্তু দ্বিতীয় গেমেরই কামব্যাক করেন জোনাসন। তৃতীয় গেমের হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের পর জিতে শিরোপা জয় নিশ্চিত করেন প্রিয়াংশু।

সোমবার সকালেই শহরে লিটন



নিজস্ব প্রতিনিধি : কেকেআর কত দিন পাবে লিটনকে? জানিয়ে দিলেন বাংলাদেশ তারকা নিজেই আয়ারল্যান্ডের বিরুদ্ধে দেশের মাটিতে এক দিনের এবং টেস্ট সিরিজ থাকার কারণে কেকেআরে যোগ দিতে দেরি হয়েছে লিটনের। মে মাসেও একটি সিরিজ রয়েছে। কত দিন কেকেআরে থাকবেন তিনি? কেকেআরের হয়ে খেলতে

আসবেন কিনা, সেটা নিয়েই এক সময় জল্পনা তৈরি হয়েছিল। কেকেআরের তরফে প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল না খেলার, যাতে ভাল পরিবর্ত নেওয়া যায়। তিনি রাজি হননি। চেয়েছিলেন আইপিএলের স্বাদ নিতে। কেকেআর আর বাধা দেয়নি। সোমবার সকালেই শহরে নিয়ে আসা হয়েছে তাঁকে। তার আগেই লিটন জানিয়ে দিয়েছেন, কত দিন থাকতে পারেন

কেকেআরে। এক ওয়েবসাইটে লিটন বলেছেন, আমি ওখানে অন্তত ২০-২৫ দিন থাকব। চেষ্টা করব যতটা বেশি সম্ভব ক্রিকেটীয় ভাবনাদিষ্টা শিখে নেওয়ার, যাতে ভবিষ্যতে সেটা আমার কাজে লাগে। লিটনের মতে, ভারতের মাটিতে রয়েছে বিশ্বকাপ। সেই প্রতিযোগিতায় কী ভাবে খেলতে হবে, সেটাও বুঝে নিতে চাইছেন তিনি।

জানতাম আমি পারব : রিঙ্কু

মুম্বাই, ১০ এপ্রিল : বেস্টালুরুই হোক বা গুজরাত, কলকাতা নাইট রাইডার্স এ বারের আইপিএলে জিতলেই একটা নতুন জিনিস দেখা যাবে। ম্যাচের পর সাজঘরে ফিরে গান।

দলের জন্য এ বার নতুন গান তৈরি করা হয়েছে। সাজঘরে ফিরেই ক্রিকেটার থেকে সাপোর্ট স্টাফ, সবাই গলা মেলাচ্ছেন সেই গানে। রবিবারও সেই দৃশ্য দেখা গেল। গানের পর একটু নেচেও নিয়েছেন প্রত্যেকে।

বেঙ্গালুরুর বিরুদ্ধে ইডেন গার্ডেন্সে জেতার পর প্রথম বার প্রকাশ্যে এসেছিল সেই গান। রবিবার গুজরাতের বিরুদ্ধে জয়ের পরেও একই দৃশ্য দেখা গেল। সাজঘরে সবাই মিলে গাইলেন, বুকে হাত রেখে গাও, কেকেআরের হয়ে খেলাই আমাদের কাছে সব।

ইডেন গার্ডেন্সেই হোক বা যে কোনও মাঠে জয়, সেটা তোমার বা আমার থেকেও বেশি। আমরা কেকেআরের হয়ে খেলি। বেগনি আমাদের রঙে



আছে। ইউ বিউটাইইইইই। এর পরেই গোটা দল শ্যাম্পেন ছিটিয়ে উচ্ছ্বাসে মেতে ওঠে। সাজঘরে সবাই আগে ছিলেন রিঙ্কুই। আগের দিন একটু লজ্জা পেলেও এ দিন তাঁকে চিকার করে গান গাইতে দেখা গিয়েছে। ঠিক পিছনেই ছিলেন কোচ চন্দ্রকান্ত পণ্ডিত।

ঠিক পিছনেই ছিলেন কোচ চন্দ্রকান্ত পণ্ডিত। অধিনায়ক নীতিশ রানা ছিলেন একটু পিছনে। ম্যাচের আর এক নায়ক বেস্টটেশ আয়ারকেও পিছনে দেখা গিয়েছে।

দলের বিদেশিরা একে অপরের কাঁধে হাত রেখে সম্ভবদ্ব ভাবে দাঁড়িয়ে ছিলেন। সহকারী কোচ অভিষেক নায়ারকে নতুন গান গাইতে দেখা গিয়েছে।

নায়ারকে নতুন গান গাইতে দেখা গিয়েছে। সাজঘরে সবাই আগে ছিলেন রিঙ্কুই। আগের দিন একটু লজ্জা পেলেও এ দিন তাঁকে চিকার করে গান গাইতে দেখা গিয়েছে। ঠিক পিছনেই ছিলেন কোচ চন্দ্রকান্ত পণ্ডিত।

অধিনায়ক নীতিশ রানা ছিলেন একটু পিছনে। ম্যাচের আর এক নায়ক বেস্টটেশ আয়ারকেও পিছনে দেখা গিয়েছে। দলের বিদেশিরা একে অপরের কাঁধে হাত রেখে সম্ভবদ্ব ভাবে দাঁড়িয়ে ছিলেন। সহকারী কোচ অভিষেক নায়ারকে নতুন গান গাইতে দেখা গিয়েছে।

সুপার কাপ : প্রথম ম্যাচ জেতার জায়গায় পৌঁছেও জয় হাতছাড়া, হতাশ ইস্টবেঙ্গল কোচ

মুম্বাই, ১০ এপ্রিল : জেতার মতো পারফরম্যান্স দেখানো সত্ত্বেও সুপার কাপের প্রথম ম্যাচে জিততে পারল না ইস্টবেঙ্গল এফসি। এ বারের হিরো আইএসএলে যারা জেতার জায়গায় গিয়েও ১৩ পয়েন্ট খুঁয়েছে, সেই লাল-হলুদ ব্রিগেড হিরো সুপার কাপের প্রথম ম্যাচেও একই ভাবে ৭৩ মিনিট পর্যন্ত এগিয়ে থেকেও শেষ পর্যন্ত ১-১ ড্র করে মাঠ ছাড়ল। রবিবার রাতে মার্জেরির পাইয়ানাউ স্টেডিয়ামে ৬৮ মিনিটের মাথায় মোবাশির রহমান গোল করে দলকে এগিয়ে দেন। দুই অর্ধেই আক্রমণাত্মক ও দাপুটে ফুটবল খেলে ইস্টবেঙ্গল এফসি। ওডিশা এফসি-ও পাল্টা আক্রমণে ওঠে ঘনঘন। বারপাঁচেক গোলের সুবর্ণ সুযোগ পেয়েও অফসাইডের ফাঁদে পড়ে

যান দিয়েগো মরিসিও, নন্দকুমার শেখররা। অবশেষে ৭৬ মিনিটের মাথায় এই দুই স্ট্রাইকারের জুগলবন্দিতেই তাদের গোল আসে। সমতা আনেন নন্দকুমার। হিরো আইএসএলে যাদের কাছে দুই ম্যাচেই হেরেছিল ইস্টবেঙ্গল, তাদের বিরুদ্ধে এ দিন উজ্জীবিত ফুটবল খেলে লাল-হলুদ বাহিনী। আকাশি জার্সিতে মাঠে নামা ইস্টবেঙ্গল এ দিন গোল খাওয়ার পরেও ব্যবধান বাড়ানোর সুবর্ণ সুযোগ পায়। কিন্তু জেক জার্ডিস অত্যন্ত দুটি অবধারিত গোলের সুযোগ পেয়েও তা হাতছাড়া করেন। এ দিন সারা ম্যাচে দুই দলই চারটি করে শট গোলে রাখে। বল দখলের লড়াইয়ে সামান্য এগিয়ে (৫৩-৪৭) ছিল ওডিশা এফসি। শুরুর দিকে ইস্টবেঙ্গলের খেলায় আক্রমণের প্রবণতা দেখা গেলেও

তেনম কোনও ইতিবাচক সুযোগ তৈরি করতে পারেনি তারা। বাঁ উইং দিয়ে নাওরেম মহেশ আক্রমণ তৈরির চেষ্টা করলেও সাহায্য করার মতো কাউকে পাননি তিনি। খেলার বয়স দশ মিনিট হয়ে যাওয়ার পর থেকে পাল্টা আক্রমণ শুরু করে ওডিশা এফসি। ১৩ মিনিটের মাথায় বক্সের বাইরে থেকে সোজা গোল শট নেন হিরো আইএসএলে গোয়েন্দা বুটজয়ী ব্রাজিলীয় স্ট্রাইকার দিয়েগো মরিসিও। কিন্তু তা আটকে দেন কমলজি সিং। ফিরতি বলে ফের গোলে শট নেন নন্দকুমার শেখরা। সেই শটও রুখে দেন কমলজি। যদিও তার আগেই সহকারী রেফারি জানিয়ে দেন অফ সাইড ছিলেন নন্দকুমার। ১৫ মিনিটের মাথায় ফের বক্সে ঢুকে গোলে শট নেন মরিসিও। এ বারও বাঁচান

কমলজি। কিন্তু এ বারও অফসাইড ছিলেন ব্রাজিলিয়ান তারকা। ইস্টবেঙ্গল অবশ্য চেষ্টা চালিয়ে যায় এবং ৬৮ মিনিটের মাথায় বক্সের কাজটি করে ফেলেন ইস্টবেঙ্গলের মিডফিল্ডার মোবাশির রহমান। তিনিই গোল করে দলকে এগিয়ে দেন। ওডিশার বক্সের সামনে নরেন্দ্র গেহলটের পা থেকে বল ছিনিয়ে নিয়ে বক্সে ঢুকে কোণাকুনি শট নেন মোবাশির, যা দ্বিতীয় পোস্টে লেগে গোলে ঢুকে যায় (১-০)। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে কিরিয়াকুর জায়গায় ভিপি সুহেরকে নামায় ইস্টবেঙ্গল। আক্রমণের তীব্রতা বাড়াতোই এই সিদ্ধান্ত নেন তাদের কোচ স্টিফেন কনস্টান্টাইন। প্রথমার্ধে ডানদিক দিয়ে সে রকম আক্রমণ

না হওয়ায় সম্ভবত সুহেরকে নামান তিনি। ৪৮ মিনিটের মাথায় উল্লিকৃষ্ণন ডানদিকের উইং থেকে যে ক্রস বাড়ান জেক জার্ডিসের উদ্দেশ্যে, তাতে মাথা ছোঁয়াতে পারলে হতো গোলে পেয়ে যেতেন ব্রিটিশ ফরোয়ার্ড। দু’মিনিট পরেই ক্রেন সিলভার বাড়ানো বল নিয়ে বক্সে ঢুকে গোলের উদ্দেশ্যে কোণাকুনি শট নেন জার্ডিস। কিন্তু তা রুখে দেন ওডিশার গোলরক্ষক অমরিন্দর সিং। বিপক্ষের ওপর চাপ বজায় রাখে ইস্টবেঙ্গল। বক্সের বাইরে থেকে নেওয়া সুহেরের দূরপাল্লার শট বারের ওপর দিয়ে চলে যায়। ৬০ মিনিটে আরও একটি গোলের সম্ভাবনা তৈরি করে ইস্টবেঙ্গল এফসি। সুহের ডানদিক থেকে ক্রস বাড়ান বক্সের মধ্যে। জার্ডিস নিজে গোল

করতে না পেরে তা পিছন দিকে ক্রেনের কাছে পাঠান। ক্রেন প্রায় ১৮০ ডিগ্রি ঘুরে গোলে শট নিলেও তা অমরিন্দরের হাতে আটকে যায়। গোলশেষের জন্য মরিয়া ওডিশার দিয়েগো মরিসিও ৬৩ মিনিটের মাথায় গোলে শট নেন, যা বাঁচান কমলজি। এর পরেই পরিবর্ত হিসেবে নামা ধনচন্দ্র মিত্তেইয়ের দূরপাল্লার শট লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। ৭২ মিনিটে বিপক্ষের জায়গা থেকে ফ্রি কিক পেয়েও সেই সুযোগ হাতছাড়া করেন মরিসিও। তবে তার পরের মিনিটেই সুপারক্লিন্ট আক্রমণ থেকে গোল শোধ করে দেন নন্দকুমার।

বাঁ দিক দিয়ে ইস্টবেঙ্গলের বক্সে ঢুকে মরিসিও একেবারে বাইলাইনের সামনে থেকে বক্সের মাঝখানে থাকা সম্পূর্ণ অরক্ষিত নন্দকুমারকে বল বাড়ান।

মরিসিওকে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করেও পারেননি উল্লিকৃষ্ণন। প্রায় ফাঁকায় দাঁড়ানো নন্দ সোজা গোলে শট নেন (১-১)। মাঝমাঠকে নতুন করে গোছানোর জন্য মোবাশিরের বদলে জর্ডন ও’ডোহার্টিকে নামান ইস্টবেঙ্গল কোচ। ৮৬ মিনিটের মাথায় ফের গোলের সুবর্ণ সুযোগ পান জেক জার্ডিস। ডানদিক দিয়ে উঠে প্রথমে বক্সের মধ্যে ক্রেনকে বল দেন মহেশ। ক্রেনের পা থেকে বল ছিটকে গিয়ে পড়ে বক্সের বাইরে সুহেরের পায়। সুহের বক্সের বাঁ দিকে বল দেন জার্ডিসকে। তিনি গোলে শট নেন। কিন্তু অমরিন্দরের হাতে লেগে পোস্টে ধাক্কা খেয়ে বল গোলের বাইরে বেরিয়ে যায়। স্টপেজ টাইমে কাউন্টার আটাক থেকে ফের গোলের অসাধারণ সুযোগ পায় ইস্টবেঙ্গল

এফসি। বাঁ দিক থেকে মহেশের মাপা মাটিরমো ক্রস পা লাগাতে পারলেই গোল পেতেন জার্ডিস। কিন্তু তিনি বলে পৌঁছেতেই পারেননি। খেলা শেষের বাঁশি বাজার ঠিক আগের মুহূর্তে ক্রেনের মাপা কর্নার কিক থেকে গোল করার সুযোগ ফের হাতছাড়া করেন জার্ডিস। দ্বিতীয় পোস্টের সামনে তিনি বলে পা ছোঁয়ালেও তা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। সারা ম্যাচে হাফ ডজন কর্নার পেয়েও একটিও কাজে লাগাতে পারেনি ইস্টবেঙ্গল।

ইস্টবেঙ্গল দলঃ কমলজি সিং (গোল), অতুল উল্লিকৃষ্ণন, লালচুঙনুঙ্গা, সার্থক গলুই, তুহীন দাস, অ্যালেক্স লিমা, মোবাশির রহমান (জর্ডন ও’ডোহার্টি), চ্যারিস কিরিয়াকু (ভিপি সুহের), নাওরেম মহেশ, জেক জার্ডিস, ক্রেন সিলভা।